রঙ্গিলা

(কৌতুক গীতি-নাট্য)

Adapted from Sheridan's "Duenna"

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু কর্ত্তৃক সুর-লয়ে গঠিত।

শনিবার, ১১ই পৌষ, ১৩২১ সাল

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

[illegible]।]

[মূল্য ।৵০ ছয় আনা

কলিকাতা।

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চরিত্র।

(পুরুষ)

জুম্মা সাহেব	...	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
আমেদ	...	...	ঐ পুত্র।
ইমাম	...	...	আমেদের প্রতিবেশী বন্ধু।
ফৈজুদ্দীন	...	...	ঐ ভৃত্য।
বদরুদ্দীন	...	...	বিদেশী আমীর।
ছক্কু	...	..	ঐ ভৃত্য।

ভৃত্য ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

কুহেলী	...	...	জুম্মা সাহেবের কন্যা।
জুহেলী	...		কুহেলীর প্রতিবেশিনী ও সখী।
রঙ্গিলা	...	...	কুহেলীর বাঁদী।
মেহেরা	...	...	ঐ সখী।

সখিগণ ইত্যাদি।

রঙ্গিলা

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

জুম্মা সাহেবের উদ্যান-বাটী

(কুহেলী ও সখিগণ)

ভৈরব মিশ্র—যৎ।

কুহেলী।— বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙ্গালে কে।
(তার) করুণ কঠিন তান বুকে বেজেছে ॥
সরম নিয়েছে লুটে, মরম গিয়েছে টুটে,
অকূলে আকুলা জেনে বলহারা করেছে ॥

নিশ্চয়ই এ ইমামের বংশীধ্বনি! নইলে এ প্রভাতে কে আর আমার বাতায়ন-পথে বাঁশী বাজিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাবে? নিশ্চয়ই এ ইমাম!

মেহেরা।—ইমাম—ইমাম—ইমাম! তোমার যেমন খেতে ইমাম, শুতে ইমাম, বসতে ইমাম, দাঁড়াতে ইমাম! সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গালে কে—না ইমাম! তারতো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! ও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ।

কুহেলী।—না সই, এ স্বপ্ন নয়; আমি সত্যই শুনিছি, পাখীর কলঝঙ্কারের সঙ্গে স্বর মিশিয়ে আমার ইমাম আমার শিয়রে এই বাতায়নের নীচে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজিয়েছে। তোরা দেখ্, নিশ্চয়ই সে এখনও এই উদ্যানে আছে।

মেহেরা।—আমরাও বলছি, এ নিশ্চয়ই তোমার বাতিকের খেয়াল! সে আবার এ বাগানে ঢুকবে? সেদিন যে অপমান ক'রে তোমার বাপ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার যদি এতটুকু মানের ভয় থাকে, তাহ'লে সে কি আর এখানে পা দেবে?

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কুহেলী।— অপমানে মানা কি মানে।
সাধ ক'রে যে কুল ছেড়েছে, (সে) ভয় রাখে কি তুফানে॥
যেচে প্রাণ পরে স'পেছে,
ফণীর মালা গলে বেড়েছে,
(তার) মান টুটেছে, সাধ ঘুচেছে, প্রাণ ছুটেছে একটানে॥

মেহেরা।—বেশ। তোমার যদি বিশ্বাস সে এখনও এ বাগানে আছে, তাহ'লে আমাদের আর খুঁজে দেখতে হবে কেন, সে আপনি এসে খুঁজে নেবে। কিন্তু দেখ ইমামকে

নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করে লাভ কি ? তোমার বাপ তো তার নামে হাড়ে চটা। তুমি ইমাম ইমাম ক'রে ক্ষেপে উঠেছ, তোমার বাপ তো বদর মিঞার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। এ নিষ্ফল প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে লাভ কি ?

কুহেলী।—লাভ কি তা জানিনা, লাভ লোকসান খতিয়ে তো ভালবাসিনি! আমার মা নাই, তোরা আমার বাল্য-সহচরী, আমার মনের ব্যথা বুঝিস, তোরাই আমায় বল্ আমি কি ক'রব। বাবার পায়ে ধরে বলেছি, দাদাও আমার হ'য়ে বাবাকে কত বুঝিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা! তিনি বলেন—ইমাম দরিদ্র, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হতেই পারেনা। আর বদর মিঞা শ্রেষ্ঠ ধনী, কাজেই আমার স্বামী হবার যোগ্য। কালই আমাদের বিয়ের দিন স্থির করেছেন। কি করি, আমি তো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিনি।

মেহেরা।—আমরা কি ব'লব বল ?

বিভাস—খেমটা।

তবে সাধ ক'রে নিয়েছ শেল বুক পেতে।
(এখন) জুজু দেখে ভয় করোনা, হবেই কিছু সইতে ॥
কিছু লাঞ্ছনা কিছু গঞ্জনা, ক্ষণে মিলন আবেশ,
ক্ষণে বিরহ-বেদনা—
যৌবনে তোর বাদ সেধেছে, জীবন শুধু কাঁদিতে ॥

(ইমামের প্রবেশ)

সুরফেরতা—তালফেরতা।

ইমাম।— করুণা-নয়নে বারেক ফিরিয়া চাও।
ভিখারীর বেশে বসি দ্বারদেশে,
একবার দেখা দিয়ে পরাণ জুড়াও।

কুহেলী।— এ হিয়া তোমায়, আমি যে তোমার,
তোমারি হৃদয় হৃদে তুলে নাও॥

সখিগণ।— ফোট-ফোট কলি, আর কেন অলি
ছল ক'রে মিছে সোহাগ বাড়াও।

নেপথ্যে জুম্মা।— দূর'হ বেরো, একিরে বজ্জাত!
কোথাকার পাজী, ডাক তো রে কাজী,
কোঁৎকা লে'য়াও হোঁৎকারে করি কুপোকাৎ।

সখিগণ।—নিতে প্রাণ মান থাকেনা, পালাও নাগর পালাও পালাও॥

জুম্মা।— জাহান্নমে দিচ্ছি তোর ছন্দ-বন্ধ গান,
তুই বেটা চোরের ধাড়ী নাইক তোর সমান,
চ'লে যা, নইলে কেন হবি অপমান,
কথাত নয়তো বেঠিক—এ মরদ কি বাত!

সখিগণ।— হালে আর পায়না পানি, স'রে যাও স'রে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

—ঃ*ঃ—

(আমেদ ও ফৈজুদ্দীনের প্রবেশ)

ফৈজু।—আমি বলছিলেম কি হুজুর, হপ্তায় নিদেন এক ঘণ্টা করে ঘুমোলেও—

আমেদ।—চুপ কর্ মূর্খ! ঘুমের নাম আমার কাছে করিস্‌নি।

ফৈজু।—আরে ছ্যা ছ্যা—ঘুম? ভদ্রলোক সারারাত এর কানাচে, ওর কানাচে, ওর জানলার নীচে, তার পাঁচীলের ধারে টো টো করে বেড়াবে। ঘুমটা নেহাত ছোটলোকের একচেটে! গাধার মতন খাটবে, মোষের মতন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে। আরে ছ্যাঃ! ঘুম নয়—ঘুম নয়—আমি বলছিলেম কি, ভদ্র-আনা হিসেবে একটু ঝিমোন—

আমেদ।—বকিস্‌নি, চুপ কর্।—হায় জুহেলী! নির্দ্দয় নিষ্ঠুর—যদি তুমি জানতে যে তুমিই আমার বিরামের অন্তরায়!

ফৈজু।—(স্বগতঃ) হায়! আমারও!

আমেদ।—সহস্র বিপদ তুচ্ছ ক'রে আমি তোমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গেলেম—তুমি আমার পানে একবার ফিরেও চাইলেনা! উপেক্ষায় আমায় তাড়িয়ে দিলে! ভালবাসা? আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় ভালবাসনা।

ফৈজু।—(স্বগতঃ) আমারো তাই পূরো বিশ্বাস!

আমেদ।—কি বিচিত্র উপাদানে জুহেলীর হৃদয় গড়া তা বুঝতে পাল্লেমনা। আমায় দেখে সে বিরক্তির ভঙ্গীতে চলে যায়, উদ্ধতা রমণীর ন্যায় পদে পদে আমায় উপেক্ষা করে, তার দৃষ্টিতে ঘৃণা মাখানো, তার হাসিতে—না, সে কথা আর মনে ক'রবনা! সেই বিম্বাধরের ঈষৎ-ভিন্ন ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষণ-বিকসিত মধুর হাসি—আমার পক্ষে নিদাঘের বজ্রতুল্য! আমি মরে যাব—আমি মরে যাব—যদি তাকে না পাই!

ফৈজু।—(স্বগতঃ) ঐ এক হাসিতেই তো মেরে রেখেছে!

কলিঙ্গড়া—আড়খেমটা।

প্রেমের ধাঁধা যায়না বোঝা বিদ্‌ঘুটে তার ব্যবহার।
দোষগুলো তার গুণে দাঁড়ায়, উল্‌টো বিচার বিধাতার॥
সে রাগলে দেখি অনুরাগ, চোখ রাঙ্গালে নয়ন-বাণ,
গরবে কয়না কথা, বুকে ব্যথা, (তবু) মনে করি অভিমান,
গাল খেয়ে বল বাড়ে বুকে, গঞ্জনা গলার হার।
(পিরীতের) মিষ্টি তেঁতো যায়না বোঝা, বদলে দেয় সে মুখের তার॥

ফৈজু।—এই যে ইমাম সাহেব এইদিকেই আসছেন।

আমেদ।—তুই বাড়ী যা, আমি এখনি যাচ্ছি।

ফৈজু।—(স্বগতঃ) হায়রে হাসি!

[প্রস্থান।

(ইমামের প্রবেশ)

আমেদ।—ইমাম! ফৈজুর মুখে শুনলেম ভোরেই তুমি আমাদের বাড়ী গেছলে, বাবা উঠেছেন দেখলে?

ইমাম।—শুধু উঠেছেন? আমার গান শুনে গজরাচ্ছেন! তুমি এত সকালে যে? ব্যাপারখানা কি?

আমেদ।—তোমাকে কি বলিনি যে জুহেলীর বাপ আর তার বিমাতা কাল জুহেলীকে দরবেশের আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন?

ইমাম।—কেন?

আমেদ।—জুহেলীকে তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে তাঁদের এ পক্ষের ছেলেটী যাতে তাঁদের বিষয়ের পূর্ণ অধিকারী হয়, এইজন্য।

ইমাম।—তারপর ?

আমেদ।—এই খবর পেয়ে আমি একটা চাবী সংগ্রহ ক'রে জুমেলীর বাড়ীতে যাই। তার দাসীকে অর্থে বশ ক'রে জুমেলীর ঘরে যাই—গিয়ে দেখি জুমেলী কাঁদছে।

ইমাম।—সুখী তুমি আমেদ ভাই, তুমিই সুখী!

আমেদ।—রোসো, আগে শেষটা শোন। রাত্রে চুরী ক'রে তার ঘরে প্রবেশ করেছি বলে, একটা বদমায়েস মনে ক'রে সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ইমাম।—বটে ? তারপর ?

আমেদ।—তারপর চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লে "তুমি চোর! চোরের মতন আমার ঘরে এসেছ, এখনি বেরিয়ে যাও, নইলে মাকে ডাকব, বাবাকে ডাকব।"

ইমাম।—তুমি কি করলে ?

আমেদ।—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলেমনা।

ইমাম।—কিছু বল্লেনা ?

আমেদ।—না ভাই, তাকে আর বিরক্ত করতে সাহস করলেমনা।

ইমাম।—তাহ'লে খুব ভদ্রতা দেখান হয়েছে বলতে হবে।

আমেদ।—কি রকম ?

ইমাম।—তোমার পক্ষে নয়, তার পক্ষে। ভাল, যে চাবীটা দিয়ে দরজা খুলেছিলে সে চাবীটা কি করলে ? নিয়ে এলে ?

আমেদ।—না, তাড়াতাড়ি আর আনতে পারলেমনা, ফেলে এলেম। আমি বেরিয়ে আসতেই দাসীটা চাবী খুলে নিয়ে রাখলে।

ইমাম।—হাঃ হাঃ তবে আর যায় কোথা! যখন চাবী রেখেছে, তখন সে তোমার জন্য বাড়ী থেকে পালাবে, নিশ্চয়। আমার শির জামিন!

আমেদ।—হাঁ পালাবে—আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুখী করতে! তার ব্যবহারে আমার মন এত বিচলিত, যে আমি আজ সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখছি। ইমাম! তুমি না একসময়ে তাকে ভাল বেসেছিলে? একসময়ে তুমি না তাকে স্বর্গের হুরী বলে মনে করতে—যেমন আমি এখন মনে করি?

ইমাম।—হাঁ, আমি তাকে ভাল বেসেছিলেম। কিন্তু যখন বুঝলেম সে আমায় ভাল বাসেনা, তখন তার সুন্দর মুখ কুৎসিৎ বলে মনে হ'ল। এ ছাড়া, আমেদ, তুমি তো জান—তোমার ভগ্নীই এখন আমার ভালবাসার পাত্রী। তুমি আমায় সাহায্য কর, তাহ'লে তোমার ভালবাসার পথে আর আমি কখন কণ্টক হবনা।

আমেদ।—আমাদের বংশের সম্মান বজায় রেখে যতদূর পারা যায়, আমি তোমার সাহায্য করব। কিন্তু কুহেলীকে নিয়ে তুমি যে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে, সে কাজে আমি নই।

ইমাম।—কিন্তু কুহেলী যদি পালিয়ে এসে তোমায় বিবাহ করে, তাহ'লে তুমি কি কর?

আমেদ।—সে কথা ছেড়ে দাও; কাল যে কুহেলীকে জোর ক'রে দরবেশের আশ্রমে পাঠাবে, তার কি?

ইমাম।—আমারও বিপদ তোমার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার বাপ বদরুদ্দিন মিঞার সঙ্গে কাল কুহেলীর বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন তা তো শুনেছ? এস, আমরা দু'জনে একটা উপায় ঠাওরাই, যাতে আমাদের প্রণয়ের বাধা সরাতে পারি।

আমেদ।—এখন নয় ভাই, আমায় এখনি একবার বাড়ী যেতে হবে।

ইমাম।—তবে এস, সেলাম।

আমেদ।—সেলাম। [ইমামের প্রস্থান।

কুহেলী সম্বন্ধে কথা উঠলেই ইমাম যে ভাবে উত্তর দেয়, সেটা বড় ভাল ঠেকেনা। কুহেলী কি ইমামকেই যথার্থ ভালবাসে? কি জানি, কেন সন্দেহ হয়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জুম্মা সাহেবের কক্ষ

—:*:—

(কুহেলী ও রঙ্গিলা)

কুহেলী।—রঙ্গিলা, তুমি কি মনে কর আমরা পারব?

রঙ্গিলা।—নিশ্চয়, এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনি আমাদের মতলব মত কাজ করতে হবে। আমি সমস্ত জোগাড় তোমার ঘরে ক'রে রেখে এসেছি, এখন অদৃষ্ট!

কুহেলী।—আমার বাবার প্রতিজ্ঞা তো জান, যদি আমি

এ বিবাহে সম্মত না হই, তা হ'লে তিনি আর আমার মুখ দেখবেন না।

রঙ্গিলা।—হ্যাঁ, যখন তাঁর বন্ধু গজবাহাদুরের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, আমি শুনিছি—তিনি বল্লেন, কাল তোমায় আর একবার জিজ্ঞাসা করবেন। যদি তুমি বদর মিঞাকে বিয়ে করতে রাজী না হও, তাহ'লে তোমাকে কন্যা বলে আর স্বীকার করবেন না।

কুহেলী।—তাঁর এই রাগ! জান তো রঙ্গিলা, তিনি কেমন এক-গুঁয়ে। এ জেনেও তুমি আমায় বাড়ী থেকে পালাবার পরামর্শ দিচ্ছ? আমার দাসী মেহেরাকেও কি ঠিক করেছ?

রঙ্গিলা।—হাঁ, আমাদের পরামর্শের ভেতর সেও আছে। কিন্তু বিবি, যদি কোন উপায়ে ইমামের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে পারি, বদর মিঞার উপর সমস্ত দাবী আমায় ছেড়ে দেবে বল?

কুহেলী।—সে আর বলতে! তুই তাকে বিয়ে করিস, ক'রে সুখী হ'স্। সে ইমামের চেয়ে শতগুণে ধনী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—খং।

যৌবন কেমন করে জ্বালাতন।
এ কেমন, সদা আনমন, কি জানি কিসেরি কারণ ॥
আছি—অথচ নাই,
কি যেন চাই, পেয়ে গো হারাই,
নয়নে পিয়াসা, বুকে ভালবাসা,
চলিতে চরণে সরম বাঁধন ॥

অকপট ছিল চিত-শতদল,
নিজ হাতে তাতে জ্বেলেছি অনল,
(এখন) শুধু জ্বালা, শুধু হাহাকার,
পরেরি লাগিয়ে মরম-দাহন ॥

রঙ্গিলা।—চুপ চুপ, তোমার বাপ আসছেন। ইমাম সাহেবের যে শেষ চিঠিখানা তোমায় এনে দিয়েছিলেম, সেইখানা শীঘ্র আমাকে দাও দেখি।

[পত্র লইয়া প্রস্থান।

(জুম্মা সাহেব ও আমেদের প্রবেশ)

জুম্মা।—একেবারে গোল্লায় গেছ? রাত্রে লোককে ঘুমোতে দেবেনা ঠাউরেছ? গান গেয়ে গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াও—যা বরদাস্ত করতে পারিনি, তাই! তোর দেখাদেখি মেয়েটাও জাহান্নমে যেতে বসেছে! কুহেলী, আমি শেষবার বলছি, এখনও বোঝ। বদরমিঞা এখনি এখানে আসবেন—আমার হুকুম—স্বামীর মতন তাঁকে খাতির যত্ন করবি। মনে রাখিস, কাল তাঁর সঙ্গে তোর বিয়ে।

কুহেলী।—প্রাণ থাকতে নয়।

আমেদ।—বাবা, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আপনি কি ক'রে এই গাড়োলটাকে জামাই করবেন!

জুম্মা।—কেন?

আমেদ।—কেন? একে তো সে বিদেশী—

জুম্মা।—তার পর?

কুহেলী।—কদাকার!

জুম্মা।—আর কিছু বলবার আছে ?

আমেদ।—ঘোর মুর্খ !

কুহেলী।—একটা গাধার যা বুদ্ধি আছে, তা তার নাই !

জুম্মা।—আর ?

আমেদ।—দেখাতে যায় সে খুব চতুর আর ফন্দীবাজ—

কুহেলী।—কিন্তু শুনিছি এমন বোকা, যে নিজের ফাঁদেই নিজে জড়িয়ে মরে !

জুম্মা।—আর কিছু বলবার আছে ?

কুহেলী।—সব ছেড়ে দিয়ে—তার প্রধান দোষ, তাকে আমি মোটেই দেখতে পারিনা।

জুম্মা।—ওতে আর কি আসে যায় ? তোর তাকে পছন্দ না হয়, তার পছন্দ হলেই হ'ল। বিদ্‌ঘুটে কাল ! একরত্তি মেয়ে—বায়নাক্কা দেখ ! মেয়েমানুষের পছন্দে যদি বিয়ে হ'ত তা'হলে তোর বাপের এতদিন সাদী হ'তনা। শোন্—তুই তাকে বিয়ে করবি কি না ?

কুহেলী।—কখন আপনার অবাধ্য হইনি বাবা, জীবনে এই প্রথম হচ্ছি ; আমায় মাপ করুন, আমি বদরমিঞাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবনা।

আমেদ।—বাবা, হাত পা বেঁধে কুহেলীকে জলে ফেলবেন না।

জুম্মা।—থাম্ থাম্, আর উপদেশ দিতে হবেনা। বারবার আমার মুখের উপর কথা ! (কুহেলীকে ধাক্কা দিয়া) বেরোও আমার সামনে থেকে। যদি তুই আমার কথায় রাজী না হ'স্—তোর মুখ তো দেখবই না—তোকে তোর ঘরের বার হ'তে দেবনা, চাবী দিয়ে রাখব—

দেখি তোর মত বদ্‌লায় কি না। বেরোও আমার সামনে থেকে! [কুহেলীর প্রস্থান।

আমেদ।—বাবা, কুহেলীর উপর আপনি অন্যায় রাগ করছেন। সে ইমামের অনুরাগিণী—ইমামও সুপাত্র। আপনি তার পরিবর্ত্তে একটা বাঁদরকে জামাই করবেন?

জুম্মা।—হাঁ হাঁ বুঝিছি বুঝিছি, সে তোরই মত হতভাগা কিনা, তাই তার হ'য়ে ওকালতী কচ্ছিস্।

আমেদ।—কেন? ইমাম যেমন সুপুরুষ, তেমনি সচ্চরিত্র। এ সহরে সেই-ই কুহেলীর পাণিগ্রহণ-যোগ্য।

জুম্মা।—বাপু, তোমার যদি একটী বোন্ থাকত, আর সে যদি আমার মেয়ে না হত, তা'হলে তোমার উপদেশ নিয়ে কাজ করতেম। আমি যা ভাল বুঝি ঠিক তাই করব, এ সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা।

আমেদ।—আজ্ঞে আমার ভগ্নীর মুখ চেয়েই আমায় বলতে হচ্ছে।

জুম্মা।—বাপু, ঢের হয়েছে, এখন আমার মুখ চেয়ে একটু চুপ কর।—কেউ ভাল না—আমার ছেলে-মেয়ে কেউ ভাল না! সবাই অবাধ্য! আমি আজই একটা বিহিত করছি। [প্রস্থান।

আমেদ।—না-কুহেলীর পাণিগ্রহণে ইমামের কোন আশাই নাই। কিন্তু কুহেলীও বড় শক্ত মেয়ে! যতই বাবার ক্রোধ বাড়বে, ইমামের প্রতি কুহেলীর অনুরাগ ততই বাড়বে।—একি? গোলমাল কিসের? বাবা রঙ্গিলাকে কি বলছেন? কাজ নাই এখানে থেকে। [প্রস্থান।

(জুম্মা ও রঙ্গিলার প্রবেশ)

জুম্মা ।—আমায় সেরেছে—একেবারে সেরেছে ! সবাই পরামর্শ করে আমার বিদ্রোহী হয়েছে ! তুই মাগী রাঁড়ী, বদমায়েসের ধাড়ী, আমার সিন্নি খেয়ে আমারি ভরা ডুবুচ্ছিস্ ? ইমামের সঙ্গে মেয়েটা পালাবে সেই ষড়যন্ত্র করছিস্ ? মাগী বেটী—ডাইনী বেটী !

রঙ্গিলা।—কেন ? মন্দটা কি করিছি ?

জুম্মা ।—কি মন্দ করিছিস্ ? হাতে-নাতে ধরা পড়লি, আবার মুখ নেড়ে বলছিস "কি মন্দ করেছি ?"

রঙ্গিলা।—চিঠিখানা জোর ক'রে আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া আপনার ভাল হয়নি। যাক্, যখন নিয়েছেন আর চিঠিখানাতে যা লেখা আছে পড়েছেন, তখন আর আমি কিছু বলতে চাইনি। তবে, আমি আপনার মেয়ের মুখ চেয়েই ইমামের সঙ্গে কথা চালাচালি করতেম। কুহেলী যখন ইমামকে ভালবাসে, তখন তাদের মিলন ক'রে দিয়ে তাদের সুখী করতে পারলেই আমার আনন্দ।

জুম্মা।—পাজী বেটী, নচ্ছার বেটী, জোচ্চোরনী বেটী ! তুমিই মেয়েটার মাথা খেয়েছ ? নইলে আমার মেয়ে, সে কি সহজে বিগড়োয় ? বেটীর কদাকার চেহারা দেখে মেয়েটার সঙ্গী করে দিয়েছিলেম, মনে করেছিলেম এক-বার যে ও মুখ দেখবে সে আর আমার বাড়ীতে পা দেবেনা, ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে, মেয়েটাকেও আর পাঁচ বেটা ভুতে জ্বালাতন করতে পারবেনা। তা না,

বেটীর ধুকড়ীর ভেতর খাসা চাল! বেটীর নাদাপেটে হারামের ছুরী! বেরো বেটী আমার বাড়ী থেকে! ডাইনীর ধাড়ী—গামলামুখী!

রঙ্গিলা।—কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! হলেই বা মনিব? আমি গামলামুখী? আমি ডাইনীর ধাড়ী? আমায় দেখে লোক দেশ ছেড়ে পালায়? চাকরী করি—জবাব দেবে, অত কথার ধার ধারি কি? গতোর সুখে থাকলে তোমার মতন ঢের মনিব মিলবে!

জুম্মা।—এখনও আমার বাড়ী দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিস? ভালোয় ভালোয় বেরো, নইলে দরোয়ান দিয়ে বা'র করব।

রঙ্গিলা।—ডাক না তোমার দরোয়ান, দেখি কি ক'রে আমায় বা'র করে! মিনসের রকম দেখনা—দরোয়ান দিয়ে বা'র করবে! আমার কাপড় চোপড় জিনিসপত্র যা আছে দাও, আমি সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছি। (ক্রন্দন সুরে) আমার কপালে এই ছিল, মিনি দোষে এই অপমান সইতে হ'ল!

জুম্মা।—যা, তোর কোথায় কি আছে নিয়ে আয়, তোকে বা'র করে তবে আমার অন্য কাজ!

রঙ্গিলা।—কুহেলীর কাছে আমার মাইনের টাকা জমা আছে।

জুম্মা।—যা, কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে নিয়ে আয়; আমি এখানে দাঁড়ালেম, তোকে বা'র করে চাবী দিয়ে তবে আমি যাব।

[রঙ্গিলার প্রস্থান।

হায়, হায়, খোদা! মেয়ের বাপ হওয়া কি ঝকমারী!

গিন্নী মরে জুড়িয়েছেন! যা হ'তে দুনিয়া দেখলি, সে হ'ল তোর শত্রু? আর কোথাকার কে, এক আবাগের বেটা ভূত, চেনা নেই শোনা নেই—জানলার ফাঁক দিয়ে, ছাদের উপর থেকে একবার দেখে—অমনি তার জন্য প্রাণ যায়? সে হ'ল তোর আপনার? কিন্তু বেটী মনে রাখিস্, আমিও তোর বাবা! তোকে যদি শাসিত করতে না পারি, আমার নাম জুম্মাসাহেব নয়!

(রঙ্গিলার পরিচ্ছেদে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুহেলীর প্রবেশ)

জুম্মা।—অ্যাঁ—এই যে ডাইনী বেটী আবার মায়াকান্না কাঁদছেন। এই পথ দিয়ে—বেটী এই পথ দিয়ে। কথা ক'বি কি লাঠিয়ে মাথা ভাঙব। মুখ ঢেকে বেরোচ্ছিস, মুখের ঢাকা আর খুলিসনি, ও পোড়ার মুখ আর লোককে দেখাসনি। যা—এইবার ইমামের সঙ্গে দেখা ক'রে বলগে যা, সে এখন তোকে পুষুক। আর, পারিস তো তুই তাকে সাদী করগে যা।

[কুহেলীর প্রস্থান।

আঃ বাঁচলেম! হাড়ে বাতাস লাগল! এইবার মেয়েটাকে আটকাই, কি করে ইমামের সঙ্গে পালায় দেখি।

[প্রস্থান।

(রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা।—পালাও বিবি পালাও, স্বর্গের হুরী তোমার পলায়নের সাহায্য করুক। ইমামের সঙ্গে চিরজীবন সুখে কাটাও!

এখন আমি তোমার অংশ অভিনয় করি। দেখি জীবনের স্রোতটা ফেরাতে পারি কি না। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

চক

—ঃ*ঃ—

(ছদ্মবেশে জুহেলী ও সহচরী)

সহ।—বাড়ী থেকে তো বেরোলে, এখন কোথায় যাবে ?

জুহেলী।—যেদিকে দু'চোখ যায়। বিমাতার অত্যাচার আর আমেদের উৎপীড়নের হাত থেকে তো নিস্কৃতি পেলেম!

সহ।—কিন্তু সত্য কথা বলতে বিবি, যখন আমেদ সাহেবের চাবীর সাহায্যেই আমরা বাড়ী থেকে বেরোতে পেরেছি, তখন অন্ততঃ তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্য তাঁর কাছে তোমার একবার যাওয়া উচিত।

জুহেলী।—না, তার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। সে নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর—সে ত বুঝলেনা—

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাওয়ালি।

আমি চঞ্চল-অঞ্চল-অন্তরালে,
লুকায়ে রেখেছি অতি যতনে।
গোপন-চুম্বন-অঙ্কিত আদরে,
শঙ্কিত রঞ্জিত বদনে॥
কত সাধ নিতি—কত সুখ-অবসান,
মিলন বিরহ কত অভিমান-কাঁদ,

কত হাসি, গীতি, নব-প্রণয়- কলহ-কত;
জড়িত এ চিত কত শত সুখ-স্বপনে।
নয়নে নয়ন-জল মুছাতে নয়নে ॥

(দুইজনে একান্তে অবস্থান)

(ছদ্মবেশে কুহেলীর প্রবেশ)

কুহেলী।—ভালোয় ভালোয় বাড়ী থেকে ত বেরোলেম, এখন ইমামের দেখা পাই কোথা? কাকেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়না, কি জানি যদি চিনে ফেলে। এক এক-বার মনে হচ্ছে জুহেলীর কাছে যাই, কিন্তু তার যে অতিরিক্ত জেনানামী, ভয় হয় পাছে সে কিছু বলে। কি করি? কি করি?

সহ।—(জুহেলীর প্রতি) বিবি, পথে পথে না বেড়িয়ে কুহেলী বিবির কাছে গেলে হয়না?

জুহেলী।—বাপরে! তার যে পিতৃভক্তির বাড়াবাড়ি, সে টের পেলে আমায় ধরিয়ে দেবে।

কুহেলী।—(স্বগতঃ) না—জুহেলী বড় ভালমানুষ, তার কাছে গেলে সে আমায় বেহায়া বলে তিরস্কার করবে।

জুহেলী।—(স্বগতঃ) কুহেলী তার বাপকে যে ভয় করে, আমি পিতার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছি শুনলে সে আমায় ঘৃণা করবে।

কুহেলী।—(জুহেলীকে দেখিয়া) একি? জুহেলী না? সেই তো?

জুহেলী।—(কুহেলীকে দেখিয়া) কুহেলী না? আমারি মত ছদ্মবেশে!

কুহেলী।—তুমি শুনে বোধ হয় আরও অবাক্ হবে যে আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি।

জুহেলী।—অবাক্ হবার কথা বটে, যদি আমিও না পালাতেম।

কুহেলী।—বল কি বোন্?

জুহেলী।—আর বোন্! (উভয়ের আলিঙ্গন) বাড়ী থেকে তো বেরিয়েছ, কোথা যাবে মনে করেছ?

কুহেলী।—ইমামের সন্ধানে; তুমি কি দাদার সন্ধানে যাবে?

জুহেলী।—যেতেম বটে, কিন্তু সে আমার সঙ্গে যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেছে, তা আমি কিছুতেই ভুলবনা।

বেহাগ খাম্বাজ—খেমটা।

জুহেলী।— আর কি সই, সই দাগাবাজী।
কারসাজী তার গেছে বোঝা, আমি তো আর নই রাজী॥

কুহেলী।— সেটা তো কথার কথা,
মন দিয়ে বুঝি মনের ব্যথা,
যদি না চাই তারে, কার তরে আজ এ সাজ সাজি?

জুহেলী।— সে বুকের মাঝে মারছে কাটারি,
এমনি তার জারি!

কুহেলী।— বাহাদুরী তাইতো তারি—নইলে সাধ ক'রে হারি?

জুহেলী।— জোর ক'রে সে দখল চায়,
হাতের পাঁচ কি ছাড়া যায়,

কুহেলী।— থাকতে গুমোর হেরে হারা, যৌবন তো ভোজের বাজী।

উভয়ে।— ওলো দুজনেই রাজী॥

কুহেলী।—যাক, সেজন্য না হয় দাদাকে তোর কাছে মাপ চাইতে পাঠাব, তুই একটু শাসিত করে দিস। কিন্তু

তাই বা কেমন করে হবে? আমি তো দাদার সঙ্গে এখন আর দেখা করতে পারবনা। তাহ'লে কোথায় আশ্রয় নেবে?

জুহেলী।—দরিয়া বিবির কুটীরে। দরিয়া আমার দূর সম্পর্কে মাসতুতো বোন্। তুমিও পথে পথে না বেড়িয়ে আমার সঙ্গে চলনা?

কুহেলী।—না, আমি ইমামের সন্ধান না করে কোথাও যাবনা।

জুহেলী।—কি করে সন্ধান করবে?

কুহেলী।—এই যে সুযোগ সামনেই। আমার ঠিক লোক মিলেছে; ঐ যে লোকটা আসছে, ওকে দিয়েই খবর নেব।

জুহেলী।—কে ও? ওকে তো কখনও দেখিনি।

কুহেলী।—না, তুমি ওকে কখনও দেখনি। ওর নাম বদর মিঞা, ও সম্প্রতি আমাদের এখানে এসেছে। ঐ ওর সঙ্গেই বাবা আমার বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন।

জুহেলী।—আর ঐ তোমার হয়ে ইমামের খবর নেবে? তুমি কি ক্ষেপেছ?

কুহেলী।—না ক্ষেপিনি, ওর দ্বারাই আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। যদিও কাল ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ও আমায় দেখেনি।

জুহেলী।—তবে তুমি ওকে চিনলে কেমন ক'রে?

কুহেলী।—পরশু আমাদের বাড়ী গিয়েছিল, আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছি।

জুহেলী।—বেশ, যা ভাল বোঝ কর, আমিও আমার পথ দেখি।

কুহেলী।—জুহেলী, দাঁড়াও, একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়লো। যদি দরকার হয়, তোমার নামটা কি আমি ব্যবহার করতে পারি?

জুহেলী।—এ লজ্জাহীনার নাম ব্যবহার করতে তুমি নিজেই লজ্জা পাবে। বেশ, যদি দরকার হয় ব্যবহার ক'রো, আমার কোন আপত্তি নাই। আমি চল্লেম। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কিন্তু দেখ কুহেলী, যদি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়—সাবধান—তাকে বলোনা যে আমি এই চকের দক্ষিণে, লাল মসজিদের পাশে, পীরের দরগার উত্তর গায়ে, দরিয়া বিবির বাড়ীতে আছি।

কুহেলী।—বেশ বেশ, তোমায় আর বলতে হবেনা। যদি দাদার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তুমি যেমন বলছ তা করব।

[জুহেলী ও সহচরীর প্রস্থান।

এই যে আমার নাগর আসছেন, একটু সরে থাকি।

(অন্তরালে অবস্থান)

(বদরুদ্দিন মিঞা এবং ছব্বুর প্রবেশ)

বদর।—ইসারায় সেরে দেব, ইসারায় সেরে দেব। কি বলিস ছব্বু!

ছব্বু।—আজ্ঞে দেবেনই তো—দেবেনই তো।

বদর।—তার উপর এই দাড়ীতেই মাত্! কি বলিস?

ছব্বু।—আজ্ঞে—ও দাড়ীর বহর দেখলে বিবির বাবা পর্য্য কুপোকাত হবে, মাত্‌ কি বলছেন!

বদর।—তার উপর পয়সা! আমার সিন্দুকে মোহর করে ঝন্‌ ঝন্‌—

ছব্বু।—আর বিবির বেয়ে নাড়ী অমনি করে উঠবে চন্‌ চন্‌।

বদর।—তার উপরে আমি এত বড় এলেমদার হুজুর।

ছব্বু।—আজ্ঞে বনেদী হুজু—হুজুর বাচ্ছা হুজু! আপনি কি সোজা লোক?

বদর।—আচ্ছা বল্‌ দেখি ছব্বু—এই চেহারাখানা মন্দ কি? লোকে এ খারাপ বলে কেন? আমি ত কিছু খারাপ দেখিনা।

ছব্বু।—আজ্ঞে আপনি দেখবেন কেন? তাহ'লে যে রোগ সেরে যাবে। তার উপর আপনি হচ্ছেন আমীর লোক, পয়সার কমি নেই।

বদর।—কুহেলী বিবি কি আমায় দেখে না ভালবেসে থাকতে পারবে?

ছব্বু।—সাধ্যি কি! তার বাবা যখন পারেনি, সে তো মেয়ে-মানুষ!

বদর।—চল্‌—চল্‌—এতদিন কুহেলীর নামই শুনিছি, আজ চারি চক্ষুর মিলন হবে! ওঃ মনে করতেই বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করেছ।

(অন্তরাল হইতে কুহেলীর প্রবেশ)

কুহেলী।—মহাশয়, অধীনীর একটী আবেদন শোনবার আপনার সময় আছে কি?

বদর।—অ্যা—হ্যা—হ্যা—পা বাড়াতেই সামনে—

কুহেলী।—অনাথিনী! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

বদর।—আরে তাজ্জব কি তাজ্জব! জানি—জানি—ফুলজানি—গুলজানি—দিলজানি!

কুহেলী।—মহাশয়—

বদর।—পাপিয়া—পাপিয়া—বুল্‌বুল্‌ পেস্তা!

ছক্কু।—কু-উ—কু-উ!

বদর।—চুপ কর্‌ গিদ্ধোড়! মরেছে—মরেছে—এই দাড়ীর বহর দেখেই—

ছক্কু।—চোখ কপালে তুলেছে!

কুহেলী।—মহাশয় যেমনি সুপুরুষ—

ছক্কু।—আবলুস ঝক্‌ মেরে যায় বিবি, আবলুস ঝক্‌ মেরে যায়!

বদর।—ধা তেরে কেটে তাক্‌—বেঁচে থাক্‌ শালার দাড়ী!

ছক্কু।—আবার এখানে 'ধা তেরে কেটে' কেন? সে যখন ওস্তাদজীর কাছে বাজনা শিখবেন তখন। এখন যা করে শালার দাড়ী!

বদর।—কেমন বেরিয়ে পড়েছে—আনন্দে বেরিয়ে পড়েছে। দেখছিস, ছুঁড়ী দেখেই অজ্ঞান হয়েছে।

ছক্কু।—আর খানিকক্ষণ এ চেহারা দেখলে বিবিকে কফিনে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

কুহেলী।—মহাশয় যদি দয়া ক'রে—

বদর।—ধা তেরে কেটে তাক্‌—বেঁচে থাক্‌ শালার দাড়ী! কিন্তু বিবি, দয়া করি কেমন করে—আমি যে আগে থাকতে দয়া ক'রে আর একজনকে সাদী করতে চলেছি!

তবে যদি রাজী হও, ভদ্রলোকদের মত একটা কায়েমী বন্দোবস্ত করতে পারি! তোমার নাম কি বিবি?

কুহেলী।—(স্বগতঃ) কি বলি? জুহেলীর নামই বলি। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, অধীনীর নাম জুহেলী!

বদর।—রোস—রোস—জুহেলী—জুহেলী? এই সহরের গজ বাহাদুর—

কুহেলী।—অভাগিনী তাঁরই কন্যা।

বদর।—গজ বাহাদুর একজন আমীর লোক, তাঁর মেয়ে হ'য়ে তুমি এখানে কেন?

কুহেলী।—আজ্ঞে প্রেমের দায়ে। আপনিও দেখছি একজন প্রেমিক পুরুষ।

বদর।—ধা তেরে কেটে তাক্ বেঁচে থাক্, শালার দাড়ী! প্রেমিক পুরুষ! শুনছিস ছব্বু—আমি প্রেমিক পুরুষ! কি নাম বল্লে? জুহেলী? জুহেলী? বা বা বা জুহেলী—আর কুহেলী! তবে একসঙ্গে হবেনা, দাঁড়াও আগে কুহেলীকে সাদী করে আসি—তারপর বিবি, যা থাকে কপালে, তোমারও একটা কিনারা ক'রব।

কুহেলী।—আপনি কুহেলীকে জানেন দেখছি, তার সঙ্গেই কি আপনার বিবাহের কথা হচ্ছে? তাহ'লে আপনার নামই বাঁদর মিঞা?

বদর।—বাঁদর নয় বিবি, বাঁদর নয়। বদরুদ্দিন খাঁ! অগাধ পয়সা, অগাধ পয়সা!

কুহেলী।—তাহ'লে ভালই হয়েছে। আপনি তো আমাদের ঘরের লোক, কুহেলী আমার সই।

বদর।—এতদিন 'সই' ছিল—দু'দিন বাদে 'সতীন' হবে!

কুহেলী।—আজ্ঞে, আমার কথা আগে শুনুন।

বদর।—আর কথা কেন? একেবারে কাজে পরিচয়। কি বলবে বল। আহা বিবি, মেরে ফেলেছ, কথা কয়েই আমার দফা রফা করেছ।

কুহেলী।—মহাশয়, কুহেলী আমার বাল্য-সহচরী বটে, কিন্তু উপস্থিত সে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বদর।—কেন? কেন?

কুহেলী।—আর কেন! যখন কুহেলীর সঙ্গে আপনার বিবাহের স্থির হয়েছে, তখন বোধ হয় এ কথাও শুনে-ছেন—যে কুহেলী ইমাম বলে একজনকে ভালবাসে?

বদর।—হঁা হঁা—শুনিছি শুনিছি—সেই শালা ইমামের কথা শুনিছি। শালাকে একবার পেলে তার নাকটা কামড়ে দিই!

কুহেলী।—তারপর, বাঁদর মহাশয়—

বদর।—বাঁদর নয়, বাঁদর নয়—

ছক্কু।—হুজুর বাচ্ছা হুজু—ভুল করেন কেন বিবি?

কুহেলী।—সেই ইমামকে আমিও ভালবাসি!

বদর।—যা শালা ইমাম! কুহেলী শুনেছি ইমামকে ভালবাসে, এ শালীও যে তাই বলে। শালা ইমাম থাকতে দেখছি—

ছক্কু।—আপনার কবরে মাটী দেবার লোক জুটছেনা।

বদর।—দাঁড়াও, তোমার বাপকে আমি এখনি খবর দিচ্ছি।

কুহেলী।—তা'তে আপনার লাভ কি বলুন? বরং আমি যা

বলি তা যদি করেন তাহ'লে আমারও উপকার হয়, আপনারও ভাল হয়।

বদর।—কি করলে ?

কুহেলী।—আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন যে কুহেলী ইমামকে ভালবাসে।

বদর।—শুনিনি! শুনিছি বলেইতো শালার উপর আমার এত রাগ।

কুহেলী।—আর এও বোধ হয় শুনেছেন—ইমামকে ভালবাসে বলেই কুহেলী আপনাকে বিবাহ করতে রাজী নয়। এখন যদি কোন উপায়ে ইমামের সঙ্গে আমার মিলন করে দিতে পারেন, তাহ'লে দেখুন আপনি নিষ্কণ্টকে কুহেলীকে পান।

বদর।—রোসো—রোসো—মাথায় বুদ্ধি আসছে, বুদ্ধি আসছে! ধা তেরে কেটে তাক্—বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! আমার গর্ভধারিণী বাপ কি সোজা ছেলের পয়দা দিয়েছে? দাঁড়া শালা ইমাম, তোকে আগে খাঁচা-কলে পূরি, তারপর দেখি কুহেলীর জানলার ফাঁকে তুমি কেমন ক'রে উঁকি মার। কুহেলী বিবি, তুমি যদি আমার গরীবখানায় একটু অপেক্ষা কর, আমি শালার ইমামকে ধরে না নিয়ে এসে—

কুহেলী।—আমি কি আপনার কথায় নির্ভর করতে পারি ?

বদর।—বিবি, তুমি যে আমার কি উপকার করলে, তোমায় আর কি ব'লব। তুমি আমার জান বাঁচালে, তোমার সঙ্গে কি প্রতারণা করতে পারি ?

মিশ্র—খেমটা।

বদর।— ছল চাতুরী আর কি করি
তুমি আমার জানের জান।
কুহেলী।— কি জানি শেষটা দেখি, যদি ঠকি—
পলকা বড় নারীর মান॥
বদর।— আমার দাড়ীর কিরে, বিবি আমি নই বেইমান॥
কুহেলী।— যদি পাই তারে, তখন বুঝব তোমারে,
বদর।— মানিকজোড় মিলিয়ে দেব, রেখো জোর ক'রে;
কুহেলী।— কি জানি ছুট্‌কো নাগর পাড়ায় পাড়ায় ফেরে,
আমি কি পারব মিঞা?
বদর।— খুব পারবে, ক'সে ঘাড়ে কামড় দেবে,
তোমার হাতে আমার জান।
উভয়ে।— গরজ দু'জনের সমান॥

বদর।—আহা বিবি কি গানই গেয়েছ, আমার দফা একেবারেই সেরেছ! কিন্তু থাক্, ও বৃষ্টির জলে ভিজে আর কি ক'রব বল!

ছক্কু।—আজ্ঞে, যত ভিজবেন ততই সান্নিপাতে ধ'রবে।

বদর।—ছক্কু, তোকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবেনা। তুই বিবিকে আমার বাড়ীতে রেখে ইমামকে খবর দে, আমিও কুহেলীর সঙ্গে একবার প্রেমালাপ ক'রে চট্ ফিরে আসছি। বাঁচালে বিবি—বাঁচালে! যাও, এই আমার চাকরের সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাও। আমি যেমন ক'রে পারি, আজই ইমামের সঙ্গে তোমার সাদী দিয়ে দেব।

কুহেলী।—আপনি আমায় কিনে রাখলেন। অভাগিনীর সেলাম গ্রহণ করুন।

বদর।—এখন সেলামের হ'য়েছে কি! দাঁড়াও আগে ইমামের সঙ্গে তোমার সাদী দিই, তারপর জোড়ে সেলাম কোরো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জুম্মা সাহেবের কক্ষ

—ঃ০ঃ—

(জুম্মা ও বদর)

জুম্মা।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পালিয়েছে—বাড়ী থেকে পালিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গজ বাহাদুর বেচারীকে একেবারে বসিয়ে রেখে গেছে!

বদর।—আমার বাড়ীতেই তাকে রেখে এসেছি,আজই ইমামের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেব। দেখুন, দেখুন, আমি কেমন ফন্দিবাজ, কেমন হুনুর! এক ঢিলে দুই পাখী মারব। ইমাম শালার কুহেলীর সঙ্গে আসনাই করা ঘুরিয়ে দেব।

জুম্মা।—দাও বেটা ইমামের সঙ্গে মেয়েটার সাদী দিয়ে।, আহা গজবাহাদুরকে বড় জব্দই করেছে। বোকা বাপগুল্লোর এইরকম দুর্দ্দশাই হ'য়ে থাকে—মেয়েগুলোকে শাসনে

রাখতে পারেনা! এ কি আমি? যেমন দেখলেম বেগতিক —অমনি চাবীর বন্দোবস্ত করেছি।

বদর।—আমার পিশী ছেলেবেলায় আমায় আদর করে ব'লত 'বদরের বুদ্ধি যেন বাঁদরের বুদ্ধি!' বেঁচে থাক্ বদরুদ্দিন আর বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী!

জুম্মা।—বেশ বাবা, বেঁচে থাক—খোদাতালার মর্জ্জীতে বেঁচে থাক। এখন বোসো, আমি দাসীকে দিয়ে মেয়েটাকে এইখানেই ডেকে পাঠাই—দেখা সাক্ষাৎ করে যাও।

বদর।—আমরা দু'জনে একা থাকব? আপনি থাকবেন না?

জুম্মা।—(স্বগতঃ) বেটার কি আক্কেল! (প্রকাশ্যে) না না—আমার থাকবার যো নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন কুহেলী আমার কথার বাধ্য না হবে—তোমায় সাদী করতে সম্মত না হবে—ততদিন তার মুখদর্শন ক'রবনা—তার কোন কথাই শুনবনা। বাপু, আমি এমন জুম্মা সাহেব নই—যা বলিছি, তা করবই! এখন দেখ, তুমি যদি সহজে তাকে রাজী করতে পার, তাহ'লে সব গোলই চুকে যায়।

বদর।—(স্বগতঃ) কি ফ্যাসাদেই ফেল্লে! পথে ঘাটে এড়াটে ফেড়াটে মেয়েমানুষ দেখলে বেশ কথা কইতে পারি, কিন্তু ভদ্রলোক-জেনানার সঙ্গে কথা কইব কেমন করে! তবে, যা করে শালার এই দাড়ী!

জুম্মা।—ভাবছ কি বাবা? আমার মেয়েকে দেখে তোমার দেল্ তর্ হয়ে যাবে। মেয়ে তো নয়—যেন হুরী!

বদর।—বলেন কি। বলেন কি।

জুম্মা।—রং তো নয়, যেন গোলাপফুলের পাপড়ী দিয়ে তৈরী!

বদর।—(স্বগতঃ) ধা তেরে কেটে তাক্! যা থাকে কপালে, একবার সাদীটা হয়ে গেলে হয়!

জুম্মা।—হাসলে গালে টোল খায়!

বদর।—(স্বগতঃ) সামলাই কি ক'রে! শুনেই নোলা দিয়ে জল ঝরছে।

জুম্মা।—চুল তো নয়, যেন চামর!

বদর।—(স্বগতঃ) ভয় কি? আমারও দাড়ী বড় কম নয়!

জুম্মা।—কথা কয়, যেন বাঁশী বাজে!

বদর।—(স্বগতঃ) আজকের দিনটা গেলেই বাঁচি। (প্রকাশ্যে) গাইতে পারে?

জুম্মা।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গাইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করছ? পাপিয়া! কোকিলের স্বর হার মানে! তুমি বোসো, আমি এখনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।—মেহেরা!

(মেহেরার প্রবেশ)

মেহেরা।—হুজুর!

জুম্মা।—নিয়ে আয়, কুহেলীকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। বলিস, যেন কিছুমাত্র অভদ্রতা না করে। বলিস—আমার হুকুম। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

মেহেরা।—মহাশয় দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

বদর।—(স্বগতঃ) কি ফ্যাসাদেই ফেলেছে! এখন করি কি? (প্রকাশ্যে) বসছি বিবি বসছি।

মেহেরা—(হাত ধরিয়া) লজ্জা কি ? বসুন, আমি বিবিকে ডেকে দিই।

বদর।—(স্বগতঃ) গেছি, গেলেম গেলেম ! আত্মারাম বুঝি খাঁচা-ছাড়া হয় ! দাসীর হাত এমন নরম, কুহেলী বিবির না জানি কেমন !

[মেহেরার প্রস্থান।

বদর।—কি বলে কথা আরম্ভ ক'রব তাই ভাবছি। ঐ বুঝি আসছে। চোক বুজে থাকি। চোখোচোখি হ'লে করব কি ? কাজ নাই লেঠায়। ঐ আসছে, এই বুজলেম চোখ। (চক্ষু বুজিয়া দণ্ডায়মান)

(রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা।—মহাশয়, দাসী আপনার সম্মুখে।

বদর।—(স্বগতঃ) যে চোখ খোলে সে শালা ! (প্রকাশ্যে) কি বলতে চাও বল আমি শুনছি।

রঙ্গিলা।—আপনি চোখ বুজে কেন ? দাসী কি চরণে অপরাধিনী ? দাসীর মুখ কি দেখবেন না ?

বদর।—আমার—আমার—(স্বগতঃ) কি বলি ? বলি, বুকে খিল ধরেছে।—না, বড় ফ্যাসাদেই ফেল্লে !

রঙ্গিলা।—(হাত ধরিয়া) বসুন না, এই যে কুরসী, বসুন।

বদর।—(চোখ বুজিয়া বসিতে গিয়া পড়িয়া গিয়া) গেছি—গেছি। বাপরে মেরেছে !—উহুহু—কোমরটা একেবারে গেছে।

রঙ্গিলা।—আহাহা লেগেছে লেগেছে ? উঠুন উঠুন। (উত্তোলন)

বদর।—(উঠিয়া) না না লাগেনি, ও আমি সখ ক'রে পড়ে গেছলেম। (ফিরিয়া চক্ষু চাহিয়া) অ্যাঁ—ওরে বাবা! এ কে?

রঙ্গিলা।—একি? আপনি অবাক্ হয়ে কি দেখছেন?

বদর।—(স্বগতঃ) দেখছি আমার বাবার মুণ্ডু! ও বাবা, এ যে আমার নানীর চেয়ে বয়সে বড়। এটা বোধ হয় কুহেলী বিবি নয়।

রঙ্গিলা।—আমি পিতার আজ্ঞায়—

বদর।—(স্বগতঃ) শালী বলে কি! তাহ'লে তো এই কুহেলী। শালার মেয়ের বাপগুলো কি একেবারেই কানা!

রঙ্গিলা।—বাঁদর সাহেব!

বদর।—(স্বগতঃ) আমার গুষ্ঠীর মুণ্ডু-সাহেব। যাক্ আমি তো মেয়েমানুষ দেখে বিয়ে করতে আসিনি। কুহেলীর বাপের অনেক পয়সা শুনে বিয়ে করতে এসেছি। এতো তবু মেয়েমানুষ—যদি কিছু নগদ পাই, এর পিশেকেও আমি বিয়ে করতে রাজী।

রঙ্গিলা।—আপনি কথা কচ্ছেন না কেন বাঁদর মিঞা? আজ বাদে কাল আপনি আমার স্বামী হবেন!

বদর।—(স্বগতঃ) কবরের মধ্যে গিয়ে তোমার স্বামী হব! (প্রকাশ্যে) কথা কব কি বিবিজান! তোমায় দেখে আমার বাক্‌রোধ হচ্ছে। (স্বগতঃ) শালার বেটা শালা বল্লে, হাসলে গালে টোল খায়! শালীর বোয়ালমাছের মত হাঁ—টোল খায়না, হাসলে লাল গড়ায়!

রঙ্গিলা।—মহাশয় বোধ হয় শুনে থাকবেন যে আমি আপনাকে বিবাহ করতে সম্মত হইনি। কিন্তু তাতে আমার দোষ দেবেন না। পূর্ব্বে মহাশয়ের সম্বন্ধে আমি অন্যরূপ শুনেছিলেম। আর সেইজন্যই ইমামকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে আমার পূর্ব্বমত বদলাচ্ছি!

বদর।—(স্বগতঃ) আমার মাথা খাচ্ছ! (প্রকাশ্যে) বেশ! বেশ!

রঙ্গিলা।—আপনি এমন সুন্দর সুপুরুষ! আপনাকে দেখে আমি একেবারে চমকে গেছি!

বদর।—তুমি একা নও, আমারও চমক লেগেছে বিবিজান!

রঙ্গিলা।—হ'তে পারে, গোড়ায় দু'জনেরই একটু বোঝবার ভুল হয়েছিল। আমি শুনেছিলেম আপনি কাল, নাকটা একেবারে খাঁদা, চোখদুটো কুঁচের মতন, হাত পা গোদা গোদা!

বদর।—(স্বগতঃ) শালী শুনেছে—আর আমি চাক্ষুষ দেখছি!

রঙ্গিলা—কে জানত আপনি এমন সুপুরুষ, এমন রসিক, আপনার এমন গড়ন, এমন আপনার বুকের ছাতি, এমন সুন্দর আপনার মুখ—আহা তা'তে দাড়ীর কিবা বাহার! আপনি এমন জানলে কি আর আমি ইমামকে বিয়ে করতে চাই—পোড়াকপাল ইমামের!

বদর।—(স্বগতঃ) শালী বলে কি? আমি দেখতে এমন!

রঙ্গিলা—কি চমৎকার আপনার চোখ—কি বীরপুরুষের মত আপনি দাঁড়িয়েছেন, কি মিষ্টি আপনার হাসি, দাড়ীর

ভিতর দিয়ে হাসি যেন শিউলিফুলের মতন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে!

বদর।—(স্বগতঃ) বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! বিবি কথা কয় বড় মিষ্টি।

রঙ্গিলা।—আপনাকে দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে; যদিও আমার গলাটা একটু মোটা, আর কিছু বেসুরো।

বদর।—তা হ'ক তা হ'ক, আমি মোটা আর বেসুরো গলা শুনতেই ভালবাসি।

রঙ্গিলা।—আমি গাইতে পারি—আপনি যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে গান্।

বদর।—সেরেছে—একেবারে সেরেছে! আমি যে ওস্তাদ রেখে গানবাজনা শিখেছি—তাও শুনেছে। ধা তেরে কেটে তাক্—একবার দেখিয়ে দিই এক হাত!

ইমন্—খেমটা।

বদর।— বিবিজান বলব কি!
তোমার নয়ন দেখে আমার নয়নতারা উঠছে কপালে!
রঙ্গিলা।— মরি কি বাহার তোমার তোবড়ান গালে॥
বদর।— ঠমক তোমার বড় জবর,
রঙ্গিলা।— নাগর তুমি রসের সাগর,
বদর।— বিবি যদি ভরসা দাও,
আমি লাফ দিয়ে উঠি মগডালে॥
রঙ্গিলা।— গেছো প্রাণ মান রাখেনা—
(বুঝি) একলা পেয়ে আমায় মজালে॥

বদর।—বিবিজান, গান গেয়ে আমার প্রাণ তর্ করে দিয়েছ।

তোমাকে দেখে আমার আর একজনকে মনে পড়ছে।

রঙ্গিলা।—আবার কে মিঞা? কত অবলাকে মজিয়েছ? আমায় দেখে আবার কাকে মনে পড়ছে?

বদর।—আমার বাপের পিশীকে! তুমি অনেকটা তা'র মত। এখন বল দেখি বিবি, আমাকে চাও—না শালা ইমামকে চাও?

রঙ্গিলা।—তোমায় আগে দেখলে কি আর ইমামকে চাইতেম?

বদর।—তা'হলে তোমার বাবাকে বলি—কালই সাদী হ'ক্।

রঙ্গিলা।—বাবাকে বল্লে আমার তো বিয়ে করা হবেনা। আমি আগে তোমায় বিয়ে করতে চাইনি, তাই শুনে বাবা দিব্যি করে বলেছেন যদি তোমায় বিয়ে না করি, তিনি আমার মুখ দেখবেন না। তাই শুনে আমিও রাগের মাথায় দিব্যি করেছি, তিনি যে স্বামী পছন্দ করে দিবেন, আমিও তাকে কখন বিয়ে করবনা।

বদর।—অঁ্যা—এমন দিব্যি করেছ? তবে উপায়?

রঙ্গিলা।—উপায় তোমার হাতে! এখন তুমি যদি আমায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে কর—তাহ'লে কোন গোলই হয়না। বাবাও বিয়ে দিয়ে দিলেন না, অথচ আমাদেরও বিয়ে হ'ল! আমারও দিব্যি বজায় রইল—বাবারও কোন রাগ রইলনা!

বদর।—(স্বগতঃ) এ একরকম ফন্দীতো মন্দ নয়! মাগী যেমন তেমন হ'ক, ওর বাপের অনেক টাকা। বিয়ে করে বুড়োর অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক হব। আর লুকিয়ে বিয়ে করলে আমার খরচ নাই—এক পয়সাও না।

বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! এই এক দাড়ীতেই কুপো-কাত করেছি।

রঙ্গিলা।—আপনি কথা কচ্ছেন না যে?

বদর।—আর 'আপনি' কেন? 'পরাণ' বল, 'জানের-জান' বল। যা থাকে কপালে প্রাণেশ্বরী, আমি রাজী। তোমার বাবাকে বলে তোমাকে নিয়ে আজই বেড়াতে বেরোব। তারপর একেবারে সাদী না করে জোড়ায় এসে তোমার বাপকে সেলাম করছি।

রঙ্গিলা।—হাঁ হাঁ! এমন না হলে বুদ্ধি? আমাকে নিয়ে বাগান বেড়াতে যাবে বাবাকে বল। কিন্তু আমি যে তোমায় দেখে মজেছি, যেন তাঁকে বোলো না।

বদর।—হ্যাঁ তুমি আমায় এমনি বোকা পেয়েছ? আমি কত বড় এলেমদার হুজুর! পিশী আমার কথায় কথায় বলত 'বদরতো নয়—বুদ্ধিতে যেন বাঁদর!' সে আমি ঠিক করে নেব।

রঙ্গিলা।—তাহ'লে এই কথাই রইল; এখন আমি আসি।

বদর।—এস জীবিতবল্লভ। (রঙ্গিলার হস্ত চুম্বন) ইস্—গাটা রি রি করে উঠল। বদর এবার সত্য সত্য বদর বদর!

(সখিগণের প্রবেশ)

সোহিনী—খেমটা

ওলো জাল সামলে ফেলিস কাতলা বড় একগুঁয়ে।
খামকা ঘাই মেরে সে যায়না যেন তলিয়ে॥

প্রথম অঙ্ক

তোর খেপলা বড় পল্‌কা বুনোন,
শীকার ছুটছে বেজায় উজোন,
কুজনে হাসবে কত, তুলিস্‌ টেনে সইয়ে।
যদি গোড়া গেড়ে বসে মাঝখানে,
নোণা পানি ঢুকবে নাকে কাণে,
পাড়ে যেন খাসনে আছাড়, রাখিস্‌ গুমোর না খেয়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বদরের গৃহ

—:*:—

(কুহেলী ও ছব্বু)

কুহেলী।—(স্বগতঃ) যাক্, একটা সংবাদ পাওয়া গেল। বদর আমাদের বাড়ী থেকেই ফিরছে, রঙ্গিলা বোধ হয় কাজ হাসিল করেছে। এখন পর্য্যন্তও কেউ টের পায়নি!—(প্রকাশ্যে) তাইতো—তুমি এমন চালাক হয়ে এই সহর থেকে ইমাম সাহেবকে খুঁজে বা'র করতে পারলেনা?

ছব্বু।—(স্বগতঃ) মেয়েমানুষ হ'লে বোধ হয় পারতেম, আমার তো বিবির মত দরকার হয়নি! (প্রকাশ্যে) কিছু ভেবনা বিবি, কিছু ভেবনা, মনিব আমার নিজে ইমাম সাহেবকে খুঁজতে বেরিয়েছেন; এই দেখুন না সাহেবকে ধরে আনলেন বলে।

কুহেলী। দেখছি এ সব কাজে তোমার তত হাত আসেনা। তুমি বুঝি তোমার মনিবের মত কখন প্রেম করনি?

ছব্বু।—দুঃখের কথা কি ব'লব বিবি সাহেব, গোস্তাকী মাপ হয় তো বলি। প্রেম করেছিলেম,—নাক কাণ মলেছি যতদিন বাঁচব, ও পথে আর চলবনা।

কুহেলী।—কেন? তুমি কি বড় দাগা পেয়েছ?

ছব্বু।—দাগা কি বলছ বিবি সাহেব—রাতকাণা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে!

কুহেলী।—সে কি তোমার উপর বড়ই দুর্ব্যবহার করেছে?

সুরটমিশ্র—কারফা

ছব্বু।— ছিলনা কথা—যদি মুখ ফেরাত গোড়া থেকে।
হাসলে কত, বল্লে কত, করলে পীরিত ডেকে হেঁকে॥
শেষে কি জানি কেমন হ'ল,
মনটা তার বদলে গেল,
ঝাড়ু হাতে কল্লে তাড়া, প'চলো পীরিত কাঁচায় পেকে॥
বিবি সেই থেকে সামলে চলি,
নোণা গাঙে আর কি উলি,
(এবার) রোগী থেকে হয়েছি রোজা—শিখেছি ঠ'কে ঠেকে॥

কুহেলী।—এই যে তোমার মনিব ইমামকে নিয়ে আসছেন, আমি একটু সরে থাকি।

[গৃহান্তরে প্রস্থান।

(বদর ও ইমামের প্রবেশ)

ইমাম।—মহাশয়, নিশ্চয় আপনি ভুল করেছেন। কুহেলী আমায় ভালবাসে,—সে আপনাকে দিয়ে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছে? এ হ'তেই পারেনা!

বদর।—আরে ভাই, হ'তে পারে কি না, এখনি হাতে-কলমে

বুঝতে পারবে। ঘাবড়াও কেন? ছক্কু, বিবি গেল কোথায়? পাশের কামরায়?

ইমাম।—তাই যদি হয়, তাহ'লে নিশ্চয় জুহেলী বিবি আমার বন্ধু আমেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমার সাহায্য চায়। জুহেলী বিবি আমেদকেই ভালবাসে, সে তার জন্যই উন্মাদিনী।

বদর।—আরে রেখে দাও উন্মাদিনী! ও মেয়েমানুষ জাতটাই পাগলের জাত। কখন কার জন্য ক্ষেপে তা কে জানে! আমেদের সখ তার গিয়েছে, এখন তোমার উপর ঝুঁকেছে। তোমার জন্য তার প্রাণ যায়-যায়!

ইমাম।—সে কি করে হবে। আর আমি তো জুহেলীকে ভালবাসিনা।

বদর।—তা বাসবে কেন! তোমার যে কুহেলী না হ'লে পিরীতের জমাট বাঁধবেনা। কিন্তু দেখ, সাফ্ বলছি, কুহেলীর আশা তুমি ছেড়ে দাও। তাকে তুমি আর পাবেনা, সে দফা আমি সেরে দিয়েছি। এখন আমার বুদ্ধি শোন, হাতের পাঁচ খুইও না!

ইমাম।—সেকি? কি বলছ তুমি?

বদর।—আর বলায় কাজ নাই।

ইমাম।—এ বড় অন্যায়!

বদর।—আরে, পীরিতের আবার ন্যায়-অন্যায় কি! যাও, যাও, দেরি কোরোনা, তোমাদের মিলন না করে বদরুদ্দিনের আর আহার নিদ্রা নাই। হাঁ—আমি এমন হুজুর নই! (দরজা খুলিয়া) ঢোক, ঢোক, ঢুকে পড়।

ঐ দেখ বিবি ঘোমটা টেনে ব'সে আছে। (ধাক্কা দিয়া ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধকরণ) হাঁ, এইবার হয়েছে, শালা আমার কুহেলীকে বিয়ে করবে? কেমন জব্দ করেছি! বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! ছব্বু, জানলা দিয়ে রগড়টা একবার দেখি, কি বলিস?

ছব্বু।--আজ্ঞে হুজুর, আর দেখবেন কি!

বদর।—বলিস্ কি বেটা দেখবনা? রগড়টা একবার দেখব না? আমি কি এমনি বদর! (দেখিয়া) ধা তেরে কেটে তাক্ বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! বেধেছে, বেধেছে, মজা বেধেছে! ছব্বু, ছুঁড়ীটা ইমামের হাত চেপে ধরেছে। আমার বুদ্ধি, আমার বুদ্ধি—

ছব্বু।—আজ্ঞে এতটুকু ফাঁপ সয়েনা। (দেখিয়া) দেখুন, দেখুন, দু'জনে হেসে দু'জনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

বদর।—পড়ছে নাকি? পড়ছে নাকি? বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! কি বুদ্ধিই বার করেছি! শালা ইমাম—দেখি এইবার যাও কোথায়! যে কলে তোমায় ফেলেছি—এ থেকে বেরিয়ে আর কুহেলীর ধারে ঘেসতে হবেনা। ধা তেরে কেটে তাক্—বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! কি ফূর্ত্তি কি ফূর্ত্তি! (ছব্বুকে আলিঙ্গন)

ছব্বু।—আজ্ঞে গেলেম, গেলেম, গরিব আমি যে মারা যাই। এ আলিঙ্গনটা বাজেখরচ না করে কুহেলী বিবির জন্য তুলে রাখলে ভাল করতেন। পালাই বাবা! ক্ষেপা কুকুরের কাছথেকে স'রে থাকাই ভাল! আপনি রগড়টা ভাল করে দেখুন হুজুর, আমি একটু হাঁফ ছেড়ে আসি। [প্রস্থান।

বদর।—আমার নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে, নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে! কি রগড়ই বাধিয়েছি। আমি এত বড় এলেমদার হুজুর, আমার সঙ্গে চালাকি!

(কুহেলী ও ইমামের প্রবেশ)

ইমাম।—সেলাম ভাই সেলাম, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু!

বদর।—কেমন? আমার কথা মিলিয়ে পেলে? এখন বলতো কুহেলী বিবি ভাল না জুহেলী বিবি—

ইমাম।—আর লজ্জা দিওনা ভাই। কুহেলীর আশা আমি ত্যাগ করলেম। তুমি তাকে বিবাহ ক'রে সুখী হও। আমি আজ থেকে এই বিবিরই গোলামী করি।

কুহেলী।—সাহেব আপনার কাছে যে কি কৃতজ্ঞ—

বদর।—এ আর কথাটা কি? আমিই কি তোমার কাছে কম কৃতজ্ঞ! এস, এস, আমিই তোমাদের হাতে-হাতে এক করে দিই। আরে এস, এস, লজ্জা কি বিবি? ধা তেরে কেটে তাক্—বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! কি বুদ্ধিই বা'র করিছি। কেমন ইমাম সাহেব! বিবিকে মনে ধ'রেছে তো! আর কুহেলী কুহেলী করবেনা তো?

ইমাম।—এ সুন্দরী আমার পাশে থাকতে আমি আর কাউকেও চাইনা।

বদর।—তবে যাও, এখন মনের সুখে ঘর করগে যাও। আমিও যাই, আমারও সাদী পাকা—কুহেলী বিবির সঙ্গে।

কুহেলী।—সেকি? কুহেলী বিবির সঙ্গে তোমার সাদী ঠিক হয়ে গিয়েছে? কুহেলী তোমায় দেখেছে? তোমায় ভাল বেসেছে?

বদর। ভাল কি সাধে বেসেছে বিবি! এই দাড়ীর বহর দেখেই তার মাথা ঘুরে গেছে। তবে বলি শোন, সে তা'র বাপের বাড়ী থেকে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। আজ রাত্রেই আমাদের সাদী। জুম্মা সাহেব যখন জানতে পারবে তার মেয়ে লুকিয়ে আমায় সাদী করেছে—তখন কি হাসিটাই হবে!

কুহেলী।—ঠিক মিঞা সাহেব—সব যখন জানাজানি হবে তখন কি হাসিটাই হবে! আমি এখন থেকেই হাসি চাপতে পাচ্ছিনি।

মিশ্র খাম্বাজ—কারফা।

কুহেলী।— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসব আর কত!
যা হবার তা হয়ে গেল, বোঝবার যে সে বুঝলে নাতো!
বদর।— তারিফ দিও আমার দু'শো কেরামত আমারি বত।
কুহেলী।— তুমি ত নাটের গুরু,
এ খেলা করলে সুরু,
বদর।— কিছু না—কিছু না বিবি—দোস্তিগিরির কাজ-ই এতো।
কুহেলী।— তবে আসি সাহেব সেলাম,
বদর।— কি আর বলবে বল গোলাম,
কুহেলী।—তোমায় বলব কি বেশী তুমি রাখলে কিনে জন্মের মত!
বদর।— আমায়ও—
কুহেলী।— আমায়ও—
উভয়ে।—এখন সেলাম ঠুকে ঘরে চল, কাজ কি কথায় অত শত॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুম্মা সাহেবের উদ্যান

—— ঃ*ঃ ——

(জুম্মা সাহেব ও ভৃত্যের প্রবেশ)

জুম্মা।—পালিয়েছে? বলিস কি, পালিয়েছে? বদরের সঙ্গে কুহেলী পালিয়েছে! যার সঙ্গে আমি তার বিয়ে দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গেই পালাল! এ হ'তেই পারেনা—হ'তেই পারেনা।

ভৃত্য।—তাঁর দাসী মেহেরা বল্লে, আপনি তাঁদের আজ এই বাগানে বেড়াতে হুকুম দিয়েছিলেন।

জুম্মা।—হাঁ, আমি বদরকে বলেছিলেম বটে মেয়েটাকে নিয়ে এই বাগানে বেড়াতে।

ভৃত্য।—মেহেরা বল্লে তাঁরা এই বাগানেই একটু আগে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা—আর বাগানের খিড়কীর দরজা খোলা।

[প্রস্থান।

জুম্মা।—কিছুইতো বুঝতে পাচ্ছিনি। পালাবে কেন? আমিই তো বদরের সঙ্গে তার বিয়ে দেব সমস্ত ঠিক করিছি, তবে পালাবার কারণ কি বুঝতে পাচ্ছিনি।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য।—বদর সাহেবের একজন লোক এই চিঠিখানা নিয়ে এসেছে। [প্রস্থান।

জুম্বা।—বদরের চিঠি? দাঁড়াও তো, এই চিঠি পড়লেই ব্যাপার বোঝা যাবে। (পত্র পাঠ)

"মহাশয়!

আপনার কন্যা আমার সঙ্গে পলায়ন করেছে শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন।—[হাঁ হাঁ আশ্চর্য্য হবার কথাইতো বটে!] প্রথম দর্শনেই আমি কুহেলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই—[আমার গুষ্ঠীর মুণ্ড করতে সমর্থ হও!] কিন্তু সে আপনার নির্ব্বাচিত স্বামী গ্রহণ করবে না প্রতিজ্ঞা করায় তার ইচ্ছানুসারেই আমি তাকে সঙ্গে করে এনেছি। [ওঃ তাই বটে?] শীঘ্রই আমরা যুগলে বরবধূ-বেশে আপনাকে সেলাম দিবার জন্য উপস্থিত হইব; আশা করি আপনার জামাতাকে আশীর্ব্বাদ দানে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি।

বদর।"

মেয়েছেলের মন কখন কার জন্য যে কেমন হয়, মাথার চুল পাকলো এখনও বুঝলেম না! এই সকালবেলা বল্লে বদরের সঙ্গে বিয়ে হ'লে গলায় দড়ী দেবে, আবার সন্ধ্যা না হ'তে তা'রই সঙ্গে পালাল! যাক্—আমার মনোনীত পাত্রকেই যে কুহেলী সাদী করতে সম্মত হয়েছে—এতে আর আমার আনন্দ ধরছেনা। বদর কাজের লোক আছে—কাজের লোক আছে।

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ)

ভৃত্য।—হুজুর, কুহেলী বিবি এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন, তাঁর লোক বসে আছে। [প্রস্থান।

জুম্মা।—(পত্র পাঠ)

"বাবা!

যে দুঃসাহসিক কাজ করেছি তার জন্য কেমন করে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করব? কি করে বলব কেন এ কাজ করেছি। [আরে বেটী, কেন করিছিস তাতো এই বদরের চিঠিতেই জানতে পেরেছি—হাঃ হাঃ হাঃ—দু'জনে একজায়গায় বসেই চিঠি লিখেছে—হাঃ হাঃ হাঃ!] যদিও আমরা পরস্পরকে ভালবাসি কিন্তু এখনও আমাদের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। [ঠিক ঠিক, বদর খুব ভালবাসে, মেয়েটাকে খুব ভালবাসে!] আমরা আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছি—আপনার অনুমতি পাইলে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরসুখী হই।

আপনার অভাগিনী কন্যা কুহেলী।"

আমার অনুমতি! আরে বেটী আমার আবার অনুমতি কি? এ বুড়োর যে আজ কি আনন্দ তা তোকে আর কি বলব! ওরে কে আছিস রে!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

বসতে বল্ বসতে বল্, কুহেলীর চিঠি যে নিয়ে এসেছে, তাকে বসতে বল্, আমি উত্তর লিখে দিচ্ছি। আর যা, আমেদ কোথায় দেখ্; বাড়ীর সব ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে দে। তারা এখনি বিয়ে করে ফিরে আসবে। ভোজের আয়োজন কর্। চল্ চল্।—আজ বড় আনন্দ! আজ বড় আনন্দ! আহা গিন্নি যদি আজ বেঁচে থাকত!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

—:০:—

(আমেদ ও ফৈজুদ্দীন)

আমেদ।—কোন খবর পেলিনি? তোর কি মনে হয়? জুহেলী কোথায় গেছে?

ফৈজু।—কোন খবর পেলেমনা হুজুর; শুনলেম, বিবি বাড়ী থেকে চলে গেছেন—কেউ জানেনা কোথায়! গজ বাহাদুর তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

আমেদ।—পাজী নচ্ছার গাধা! এই সহর ছেড়ে সে তো কোথাও যায়নি? এইটুকু সহরের মধ্যে খুঁজে বা'র করতে পারলিনি সে কোথায়?

ফৈজু।—আজ্ঞে, পারলে আপনার এই গালাগালগুলো খাই?

আমেদ।—তার সম্বন্ধে কিছু শুনলিওনি?

ফৈজু।—আজ্ঞে কতক কতক শুনলেম বৈকি?

আমেদ।—কি শুনলি? কি শুনলি?

ফৈজু।—শুনলেম বিবি বাড়ী থেকে পালিয়েছেন।

আমেদ।—আরে গাধা, সেতো আমি জানি, আর কি শুনলি?

ফৈজু।—আর শুনলেম, তিনি বাড়ীতে না ব'লে পালিয়েছেন।

আমেদ।—এই খেলে মার—পাজী কোথাকার?

ফৈজু।—আজ্ঞে, কেউ কেউ বল্লে বিবি গলায় দড়ী

দিয়েছেন ; কেউ বল্লে ইমাম সাহেব তাকে বা'র করে নিয়ে গিয়েছেন।

আমেদ।—মিথ্যা কথা ! এটা তুই বানিয়ে বলেছিস—মিথ্যাবাদী চোর—

ফৈজু।—আজ্ঞে চুরী কল্লেন ইমাম সাহেব, চোর হলেম আমি ! প্রেম প্রেম ক'রে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আমেদ।—বেরো এখান থেকে হতভাগা !

ফৈজু।—যে রকম ক্ষেপেছেন, তা'তে সরে পড়াই বিধি !

[প্রস্থান।

আমেদ।—জুহেলী জুহেলী করে সত্যই আমি উন্মাদ হব দেখছি।

(বদরের প্রবেশ)

বদর।—বা'র করিছি, কুহেলী বিবিকে ঘরের বা'র করিছি ! এখন একটা মোল্লা পেলেই হয়—সাদীটা একবার হ'য়ে গেলে হয়। ইমামের সঙ্গে জুহেলীর সাদী না দিয়ে—

আমেদ।—এ কি ! এ জুহেলীর কথা বলছে কেন ?— মহাশয়, আপনি জুহেলীর কথা কি বলছেন ?

বদর।—কে ও, বড় কুটুম্ব যে ? এস এস এস।

আমেদ।—তুমি জুহেলীর কথা কি বলছিলে ?

বদর।—জুহেলীর কথা শুনতে চাও ? শুনবে শুনবে— তোমাকে বলব না তো বলব কাকে ? তুমি হ'লে সম্বন্ধী লোক, আমি হলেম তোমার ভগ্নীর পিতা—না না পতি !

আমেদ।—(স্বগতঃ) কি আপদ! এমন জানোয়ার তো কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) কি বলবে বল।

বদর।—আরে ভাই বলব আর কি? সকালে তোমার বাড়ী যাচ্ছিলেম,—পথে দেখলেম এক খাপসুরৎ মেয়েমানুষ! নাম জিজ্ঞাসা করলেম, শুনলেম জুহেলী বিবি।

আমেদ।—তারপর? তারপর?

বদর।—বল্লে—গঞ্জ বাহাদুরের মেয়ে—প্রেমের দায়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছে।

আমেদ।—অ্যাঁ! সে কথা সে স্বীকার করেছে? স্বীকার করেছে? প্রণয়াবেশে গৃহত্যাগিনী আমার জুহেলী!

বদর।—হাঁ হাঁ বড় মজার কথা, বড় মজার কথা, শোন; বল্লে, যার জন্য ঘর ছেড়েছে—সে কিন্তু এর কিছুই জানেনা।

আমেদ।—(স্বগতঃ) সত্যই আমি জানিনা, আমি কখন সন্দেহও করিনি যে সে এতদূর করবে। হৃদয় স্থির হও, স্থির হও! অতি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছ—স্থির হও! (প্রকাশ্যে) বদর মিঞা, সেলাম, সেলাম, তোমায় বহুত বহুত সেলাম। তারপর?

বদর।—তারপর আর কি? আমার হাত ধরে বল্লে তা'র ভালবাসার মানুষকে খুঁজে আনতে।

আমেদ।—বটে? বটে? এতদূর? চল চল, আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছেনা। (ধাক্কা প্রদান)

বদর।—ওঃ বাবা! এক ধাক্কা গেল! আরে কর কি? আগে সব শোন।

আমেদ।—আবার কি বলবার আছে?

বদর।—আরে রগড়টাই শোন। করি কি, খুঁজে খুঁজে তার আসনাইয়ের মানুষটাকে বা'র করলেম।

আমেদ।—আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ঠাট্টা করছ, ঠাট্টা করছ, কৈ, আমার সঙ্গে তোমার তো আগে দেখা হয়নি!

বদর।—আরে সম্বন্ধী, তা'তে কি এল গেল। খুঁজে বা'র করলেম শালার ইমামকে।

আমেদ।—কি? কি বল্লে?

বদর।—শালা ইমামের ঘাড় না ধরে দিলেম জুহেলী বিবির বুকের উপর।

আমেদ।—বজ্র, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি? ইমাম? আমার বন্ধু ইমাম

বদর।—হাঁ হাঁ ইমাম—যার জন্য তোমার বোন্ ক্ষেপে উঠেছিল। আরে, তবে আর মজাটা কি? উল্‌টে দিয়েছি—পাশা উল্‌টে দিয়েছি। এখন আর সে কুহেলীকে চায়না। জুহেলী বিবিকে পেয়েই সে খুসী আছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আমেদ।—প্রতারণা—প্রতারণা!

বদর।—সে কি সহজে রাজী হয়? বলে, আমার বন্ধুর প্রণয়িনী, কি করে আমি সাদী করি। কিন্তু আমি কি ছাড়বার পাত্র? আমি তাকে বুঝিয়ে দিলেম—মেয়ে-মানুষ মাঝে দাঁড়ালে কি পুরুষের বন্ধুত্ব থাকে? বাস্, শেষে জুহেলীও রাজী, ইমামও রাজী!

আমেদ।—(স্বগতঃ) খোদা, তোমার সংসারে এই প্রতারণা!

জুহেলী—যার জন্য আমি উন্মাদ—সেই শেষে আমার বন্ধু ইমামকে সাদী করলে! আর ইমাম, তোমার এই কাজ? ছিছি তুমি কি মানুষ? হা আল্লা!

বদর।—আরে ভাই, আর হাত পা চালছ কেন? এমন রগড় শুনে হাসছনা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কি রগড়ই বাধিয়েছি!

আমেদ।—কি! আমার যন্ত্রণা দেখে তুমি হাসছ? সয়তান! (ঘাড় ধরিয়া) আজ তোমারি এক দিন কি আমারি এক দিন!

বদর।—আরে গেলেম গেলেম গেলেম! মরিছি—মরিছি! আরে কর কি? ছাড় ছাড়! আমি মলে তোমার বোন যে বিধবা হবে। সম্বন্ধি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

আমেদ।—চোপ উল্লুক!

বদর।—আরে না না, তুমি আমার সম্বন্ধী নও—আমার ধরম বাপ—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

আমেদ।—(ছোরা বাহির করিয়া) দাঁড়া সয়তান! শীঘ্র বল্, তাদের দু'জনকে কোথায় রেখে এসেছিস?

বদর—সম্বন্ধি!—

আমেদ।—আবার?

বদর।—না না না—ভাই—ভাই। ও ছুরি লুকোও, নইলে আমার কথা ফুটছেনা।

আমেদ।—ভয় নাই, বল্।

বদর।—এই বাগানে ঝিলের ধারে তারা পাইচারি করছে আজ রাত্রে তাদের বিয়ে—লাল মসজিদে।

আমেদ।—লাল মসজিদ!

বদর।—হাঁ হাঁ— সাদী হবার কথা।

আমেদ।—যা কাপুরুষ, তুই বেঁচে গেলি। এইবার ইমামকে একবার দেখব।

বদর।—হাঁ হাঁ ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ। মার শালা ইমামকে, কেটে ফেল কেটে ফেল, শালাকে একেবারে কেটে ফেল!

আমেদ।— আর জুহেলী—নির্লজ্জা—পাপীয়সী— তাকে মেরে হস্ত কলঙ্কিত করতে চাইনা।

বদর।—ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। হাজার হ'ক মেয়েমানুষ! তাকে মেরে আর—

আমেদ।— না না, তোমার ব্যবহারে সাধুরও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়!

বদর।—হবার কথাই তো—ঠিক বলেছ—হবার কথাই তো। সম্বন্ধি! তোমার দুঃখ দেখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে—অ্যাঁ অ্যাঁ! (ক্রন্দন)

আমেদ।—আমার জন্য তোমার আবার দুঃখ, সয়তান!

বদর।—হাঁ হাঁ—আমি সয়তান—সয়তান। দুঃখ নয় দুঃখ নয় —আল্লার কসম—দুঃখ নয়—হাসি আসছে—আমার হাসি আসছে।

আমেদ।—দূর হ' আমার সামনে থেকে উল্লুক গাধা! আর আমার রাগ বাড়াসনি। আমার অস্ত্র তোর মত মশকের জন্য নয়!

বদর।—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ- আমি মশা—মাছি—ছুঁচো —ব্যাং। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি এই চল্লেম।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

(ফৈজুদ্দীনের প্রবেশ)

ফৈজু।—বাবা, গাড়ী হাঁকান ভাল, তবু পীরিত-বর্গা মনীবের চাকরী করা কিছু নয়! সময়ে মাথায় একটু জল দেবার যো নাই, পেটে একমুঠো ভাত দেবার সময় নাই, রাত্রে ঘুমোব তার অবসর নাই। সদাই কাজ—সদাই গেল-গেল—সামাল-সামাল! আচ্ছা, পীরিতে সুখ তো কারো দেখলেমনা, অথচ পীরিত করতেও তো কেউ ছাড়েনা! এ শালার পীরিতটা ঠিক যেন আফিমের নেশা—খেলেও পেট ফাঁপে, না খেলেও পেট ফাঁপে; কিন্তু মজা এই, একবার তার পেলে না খেয়ে আর থাকবার যো নাই! যাই, কথায় কাজ নাই। বিবি পালিয়েছেন—সাহেব হন্যে হ'য়ে ছুটেছেন—আর দুই পীরিতের মাঝখানে আমি শালা তাঁতীর মাকু—বিরাম নাই—খালি আসছি আর যাচ্ছি। দেখি খুঁজে, যদি কিছু পাতা পাই।

[প্রস্থান

(ছদ্মবেশে কুহেলী ও জুহেলীর প্রবেশ)

কুহেলী।—আচ্ছা জুহেলী, তোর কি সত্যই ইচ্ছা দাদার সঙ্গে আর তোর দেখা না হয়?

জুহেলী।—তা না হ'লে আর এ পোষাক প'রে মুখ ঢেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি কেন বল্?

কুহেলী।—তা হয়তো এই পোষাকে তোকে ভাল দেখায় বলে। সত্য সত্য তো তুই আর ফকিরণী হবিনি?

জুহেলী।—হতেম না, যদি তোমার গুণধর ভাই কাল রাত্রে চুরী করে আমার ঘরে না ঢুকত।

কুহেলী।—পাছে তোকে না পায় এই ভয়েই তো দাদা অমন লুকিয়ে তোকে উদ্ধার করতে গেছল।

জুহেলী।—পোড়া কপাল উদ্ধারের! তাই যদি হবে তবে এখনো কি আমায় খুঁজে বার করতে পারতনা? এখনও যদি সে এসে পড়ত তাহ'লে না হয় তোর খাতিরে তার সব দুর্ব্ব্যবহার ভুলতেম!

ভীমপলশ্রী—একতালা

এখনো যদি সে আসিত।
হাতটী ধরিয়ে, মুখটী চাহিয়ে,
কাণে কাণে ক্ষম চাহিত॥
আততায়ী হৃদি, আপনা পাসরি,
যদি তারে বুকে তুলে নিত।
আমি তো অবলা—'না' 'না' বলিতে,
সরমে কথা না ফুটিত॥

মুলতান—দাদরা

কুহেলী।— ওলো এত কেন ছল?
বুক ফেটেছে, মুখ ফুটেছে,
নারীর গুমোর কোথা বল॥
তুই মনে মনে মন স'পেছিস্,
মিছে মুখে বড়াই করিস্,
(তোর) লহমায় যুগ ব'য়ে যায়—লুকোন বিফল॥

কুহেলী।—দাদার বড় অন্যায়! তাইতো এখনও আসছেনা কেন?

জুহেলী।—কি জানি, তুই বুঝি কিছু গুণ করেছিস্? এবার দেখা পেলে শুধরে দিস্। ভাল জিনিষ একা ভোগ করা কি ঠিক? পাঁচজনকে দিয়ে খেতে হয়।

কুহেলী। তা তোর যদি এত ক্ষিদে পেয়ে থাকে বল্, ঐ ইমাম আসছে, আমি তার ভাগ দিতে রাজী।

জুহেলী।—তোর একা কুলোলে তবে তো ভাগ দিবি? অতয় আর কাজ নাই। সত্য ইমামই তো! তোদের সুখে আর বাধা দেবনা, আমি একটু সরে থাকি।—কিলো, চোখ যে আর আর ফেরেনা!

[প্রস্থান।

(ইমামের প্রবেশ)

ইমাম।—কুহেলী, আমি যাবার পর আর কোন খবর আছে?

কুহেলী।—না, বাবাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু যে লোক গেছে সে এখনও উত্তর নিয়ে ফেরেনি।

ইমাম।—নাই ফিরুক, আমি বেশ বুঝতে পারছি কি উত্তর আসবে।

কুহেলী।—ঐ যে, আমি যাকে পাঠিয়েছিলেম সে আসছে।

ইমাম।—কি আর উত্তর আসবে? পড়ে দেখ, তিনি কেবল তোমাকে তিরস্কার করেছেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ ও পত্রদিয়া প্রস্থান)

কুহেলী।—(পত্র পাঠ)

"কুহেলী! তোমার ভাবী স্বামীকে সুখী কর। তুমি যার জন্য গৃহত্যাগিনী তাকে বিবাহ করে সুখী হও ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। কিন্তু মা, আর

গোপনে থাকিবার প্রয়োজন কি? তোমরা এস, আমার হৃদয় তোমাদের আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল। এস মা, এ বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমি উৎসবের আয়োজন করিয়াছি।"

ইমাম।—তুমি ঠাট্টা করছ কুহেলী!

কুহেলী।—না প্রিয়তম, ঠাট্টা নয়, তুমি নিজেই পড়ে দেখ।

ইমাম।—(পত্র পাঠান্তে) কুহেলী! কুহেলী! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। কিন্তু যাই থাক্, আমাদের আব তা দেখবার প্রয়োজন নাই। তবে আর বিলম্ব কেন? আমি যাই, একজন মোল্লা সংগ্রহ করি, পরিণয়-কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই ভাল! এই পাশেই লাল মসজিদে এক জন মোল্লা থাকেন, আমি তাঁকে জানি; চল তাঁর কাছেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জুহেলীর পুনঃ প্রবেশ)

জুহেলী।—কি সুখী কুহেলী আর ইমাম। ঐ হাতে-হাতে বুকে-বুকে দু'জনে চলেছে! যেন স্বর্গের দেবদম্পতি মর্ত্ত্য আলো করে চলেছে!—এই যে আমেদ আসছে না? আমেদই·তো! একি? মুখখানা রাগে ভরা, যেন বেহুঁস হয়ে চলে আসছে। দেখি, হঠাৎ চেনা দেবনা। আমায় দেখতে পায়নি, মুখটা ঢাকি। (অবগুণ্ঠন)

(আমেদের প্রবেশ)

আমেদ।—ঐ যে ঐ যে—দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলেছে! তা হ'লে যা শুনেছি তা ঠিক।

জুহেলী।—মহাশয়, আপনি অত ব্যস্ত হয়ে কার অনুসন্ধানে যাচ্ছেন ?

আমেদ।—সরে যাও, সরে যাও। (দুরে দেখিয়া) ঐ যে একটা কুঞ্জের ধারে গিয়ে দাঁড়াল! ঐ কলঙ্কিনী জুহেলী ইমামের কাঁধে ভর দিয়ে!

জুহেলী।—(স্বগতঃ) কাকে কি মনে করেছে? ঈর্ষায় অন্ধ! দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।

আমেদ।—ছদ্মবেশে আমার চোখ থেকে লুকোবে? আমি তোমায় ঠিক চিনেছি, ঠিক চিনেছি!

জুহেলী।—(স্বগতঃ) চমৎকার চিনেছ! তোমার নজরের প্রশংসা না করে আর থাকতে পাচ্ছিনি। (প্রকাশ্যে) মহাশয়—

আমেদ।—দেখছি আপনি ফকিরণী। অনুগ্রহ করে আমায় এ সময় বিরক্ত করবেন না—চুপ করুন। (দুরে দেখিয়া) ঐ যে ঐ যে! ইমামের বুকে মুখ লুকিয়ে—উঃ রমণী, তুমিই পিশাচী!

জুহেলী।—মহাশয়, বলুন না আপনি কাকে খুঁজছেন ?

আমেদ।—আপনাকে নয় বিবি, আপনাকে নয়। আপনি সরে যান—এখন আমার মাথার ঠিক নাই, আমায় বিরক্ত করবেন না।—হাঁ ভাল কথা—আপনি বলতে পারেন, আপনি কি জানেন এইমাত্র জুহেলী এখান থেকে গেল না ?

জুহেলী।—হাঁ, জুহেলী এখনও এ রাস্তা পার হয়নি।

আমেদ।—হাঁ হাঁ, একি কখনও কারো ভুল হয় ? বলুন, যদি

জানেন, অনুগ্রহ করে বলুন, ঐ যে লোকটার হাত ধরে ও দাঁড়িয়ে—ও ইমাম না?

জুহেলী।—হাঁ মহাশয়, আপনি ঠিক দেখেছেন।

আমেদ।—আর একটী কথা। মাপ করবেন, আর একটী কথা। আপনি দেখছি ওদের চেনেন,যদি জানেন—দয়া ক'রে আমায় বলুন—কি উদ্দেশ্যে ওরা এখান থেকে ওদিকে যাচ্ছে।

জুহেলী।—ওরা বিবাহ করবার জন্য মসজিদে যাচ্ছে।

আমেদ।—যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! দেখি কতদুর কি করতে পারি।

[প্রস্থান।

জুহেলী।—ঈর্ষা! প্রণয়ে ঈর্ষা মানুষকে এমনি অন্ধ করেই বটে! আমি এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইলেম, আমায় চিনতে পারলেনা! কুহেলীকে আমি মনে করে চলে গেল। কুহেলী যে নাম ভাঁড়িয়ে আমার নামে পরিচয় দিয়েছে, তাতেই এই ভুল দাঁড়িয়েছে। বেশ হয়েছে! আমাকে যে আমেদ যথার্থ ভালবাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি, তবে আর লুকিয়ে থাকি কেন? কুহেলী বিয়ে করতে গেল—আমিই বা বাদ পড়ি কেন!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জুম্মা সাহেবের বাটী—উৎসব-মণ্ডপ

—:*—

জুম্মা।—কি আনন্দ! কি আনন্দ! মেয়ে জামাই বিয়ে করে আসছে! গিন্নি যদি আজ বেঁচে থাকত! ওরে সব নাচনাওয়ালীদের ডাক্, নাচনাওয়ালীদের ডাক্। গানের ঢেউ ব'য়ে যাক্।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য।—হুজুর, বদরুদ্দিন সাহেব আসছেন।

জুম্মা।—কোথায়? কোথায়?

(বদরুদ্দিনের প্রবেশ)

এস, এস বাবা এস, আবার মাপ চেয়ে চিঠি লিখেছিলে? মাপ কি সহজে ক'রব? আগে নাতি হ'ক, তারপর মাপ। কোথায়, কোথায়, আমার কুহেলী কোথায়?

বদর।—আজ্ঞে, আপনার কাছে আসতে তার সাহস হচ্ছেনা। আপনাকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে কি না।

জুম্মা।—বেশ করেছে—বেশ করেছে। আমি যার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেম তাকেই বিয়ে করেছে, এরজন্য আমার সামনে আসতে তার ভয় কি? নিয়ে এস, মাকে আমার নিয়ে এস, মার চাঁদমুখখানি দেখি।

বদর।—(নেপথ্যের দিকে) এস, এস আমার জানের জান, আমার বেহেস্তের হুরী, আর কাঁপুনি কেন?

(রঙ্গিলার প্রবেশ ও জুম্মার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন)

জুম্মা।—ওখানে নয়, ওখানে নয়, বুড়ো বাপের বুকে আয় বেটি —(দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া) আ মর, এ আবার কে !

বদর।—আর রাগ কেন শ্বশুরমশাই, আর রাগ কেন ? মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করুন। আহা আপনার মেয়ে আপনার ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

জুম্মা।—তোর গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। কোথা থেকে এ ডাইনী মাগীকে নিয়ে এলি ? আমার মেয়ে কুহেলী কোথায় ?

বদর।—এই যে শ্বশুরমশাই, আপনারই চোখের সামনে। প্রাণেশ্বরী, মুষড়ে যেওনা—আহা অভিমানে মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে।

জুম্মা।—ওরে বাঁদর করেছিস কি ? এ কাকে বিয়ে করেছিস ! এ যে বাঁদী—রঙ্গিলা !

রঙ্গিলা।—পিতা পিতা, মেয়েকে পরিত্যাগ করবেন না।

জুম্মা।—চুপ কর্ বেটী, চুপ কর্।

বদর।—ওঠ, প্রাণেশ্বরী ওঠ ! বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মাপ চাও। বাপের রাগ—ও আর কতক্ষণ !

রঙ্গিলা।—(জুম্মাকে আলিঙ্গন করিয়া) বাবা অভাগিনী কন্যাকে মার্জ্জনা করুন।

জুম্মা।—খুন করলে, খুন করলে, ওরে কে আছিস—দেখ্ দেখ্, খুন করলে, আমায় চেপে মেরে ফেল্লে !

বদর।—বাবা ! এমন তো রাগ দেখিনি ! মেয়ের উপর এমন রাগ !

(ইমাম ও কুহেলীর প্রবেশ)

জুম্মা।—এ আবার কি দেখছি? তুই বেটা আবার কা'কে সঙ্গে করে এখানে এলি? তোকে এখানে কে আসতে বল্লে?

ইমাম।—আমি এই সুন্দরীর স্বামী, আমার অন্য পরিচয় নাই।

বদর।—হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক। আমিই তো মিলন করে দিয়েছি, আমিই মোল্লা ডেকে দিয়েছি।

জুম্মা।—তুই!

বদর।—আজ্ঞে শ্বশুরমশাই, আপনার সামনে কি মিছে কথা বলছি? আমিই তো এ বিয়ের ঘটক।—কি বল বন্ধু, কথা কইছ না যে!—বিবি, আসনাইয়ের লোক পেয়ে এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলে?

জুম্মা।—একি, তুই মাতাল, না ক্ষেপে গেছিস্? এযে আমারই মেয়ে কুহেলী।

বদর।—আজ্ঞে মাপ করবেন শ্বশুরমশাই, কিছু কসুর নেবেন না, নেশাটা বোধ হয় আপনারই কিছু বেশী হয়ে থাকবে। এই যে আপনার চাঁদপানা মেয়ে আপনার সামনে—চিন্‌তে পারছেন না?

জুম্মা।—চুপ কর্ উল্লুক! বাঁদী, কি এ সব, খুলে বল্ তুই কি করেছিস্?

রঙ্গিলা।—আপনার মেয়ের আর আমার পোষাক ভাল করে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। ঐ দেখুন আপনার মেয়ে আমার সাজে, আর আমি আপনার মেয়ের সাজে।

বদর।—ওরে বাবা, এ শালী বলে কি!

রঙ্গিলা।—আজ সকালে আপনি রাগের মাথায় একটু ভুল করেছিলেন। আমাকে তাড়াতে গিয়ে আপনার মেয়েকেই বাড়ীর বা'র করে দিয়েছিলেন, আর আমাকে চাবী দিয়ে রেখেছিলেন।

বদর।—ধা তেরে কেটে তাক্! বাপের মতন বাপ, বাঁদীকে তাড়াতে গিয়ে নিজের মেয়েকেই তাড়িয়ে দিলে!

জুম্মা।—আর বেঁচে থাক্ বাপু তোমার দাড়ী! আমার মেয়েকে বিয়ে করতে এসে এই বাঁদীকে বিয়ে করলে!

রঙ্গিলা।—আমিই আপনার মেয়ে সেজে এই বাঁদরের মনপ্রাণ হরণ করেছি। এখন ইনিই আমার স্বামী।

বদর।—তোর যম, ধাড়ী মাগী! ডাইনী ঘাগী! তুই যখন জুম্মা সাহেবের মেয়ে ন'স, তখন আমারও কেউ ন'স! আমি বুঝতে পেরেছি—সব জুচ্চুরী—জুচ্চুরী! আমায় ঠকাবার জন্য মতলব করে এই সব করেছে!

ইমাম।—কেন বদর মিঞা সাহেব, চটছো কেন! তুমিই তো বল্লে প্রণয়ের ন্যায়-অন্যায় নাই। জুম্মা সাহেব শুনুন, ইনি আপনার সম্পত্তির মালিক হবেন বলে আপনার কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছেন। উদ্দেশ্য, লুকিয়ে বিয়ে করলে যৌতুক হিসাবে ওকে কিছুই দিতে হবেনা!

জুম্মা।—এত বড় পাজী তুই!—ঠিক হয়েছে, বেটা ঠিক হয়েছে, আমার মেয়ের সঙ্গে তোকে মানাবে কেন? ঠিক হয়েছে, রঙ্গিলার সঙ্গে ঠিক মিলেছে।

বদর।—আমি এ বিয়ে করবনা! হাঁ, আমি এমন এলেমদার

হুজুর নই। আমায় ঠকাবে? এই চল্লেম আমি, দেখি এর বিহিত করতে পারি কি না!

রঙ্গিলা।—দাসীকে ফেলে কোথায় যাও প্রাণেশ্বর! (হাত ধরিয়া) আর কি তোমায় আমি ছেড়ে দিই?

বদর।—ছাড়, ছাড় মাগী ছাড়। নইলে এক কিলে—

ইমাম।—কি, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত! দেখবে একবার?

বদর।—ওরে বাবা এও যে তরোয়াল বা'র করে! (চক্ষু বুজিয়া) ঘাট হয়েছে ভাই, তরোয়াল আগে খাপে গোঁজ।

জুম্মা।—বল্ বেটা পাজী, রঙ্গিলাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবি?

বদর।—করেছি বাবা করেছি, আর করবো কি! (স্বগতঃ) কি ক্যাসাদেই ফেল্লে, ষণ্ডা ষাঁড় ইমাম আবার তরোয়াল খোলে!

জুম্মা।—কুহেলী! ইমামের সঙ্গে তোর কি সাদী হ'য়ে গেছে?

কুহেলী।—হাঁ বাবা আপনিই তো এ বিবাহে অনুমতি দিয়েছেন। এই দেখুন আপনার সেই চিঠি।

জুম্মা।—আঃ সব গোলমালে কেমন হ'য়ে গেছে, হাঁ হাঁ আমিই তো অনুমতি দিয়েছি তোর যাকে পচ্ছন্দ হয় তাকে বিয়ে করে সুখী হও। তখন কি জানতেম এই গাড়োলটা এমন!

বদর।—গাড়োল কি বাবা! আমিই তো এই মিলন করিয়েছি। আমিই কি জানতেম এ জুহেলী নয়, কুহেলী? ফন্দি খাটাতে গিয়ে সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল দেখছি।

জুম্মা।—তুমি কতবড় হুজুর? পিশী তোর কি বলত? বাঁদরের বুদ্ধি, না?

বদর।—আর বাবা বাঁদর বল, গাড়োল বল, যা বল তাই, আমি শালা, শালার বেটা শালা!

জুম্মা।—যাক্, যখন সাদী হ'য়ে গেছে, তখন মা কুহেলী আর আমায় রাগ নাই, বুড়ো মানুষ, কেমন নিজের ঝাঁজে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। যাক্ আর আমার রাগ নাই। বাবা ইমাম, তুমি দরিদ্র বটে, কিন্তু আর আমার আপশোষ নাই। আমার জামাই আর গরীব থাকবেনা, আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক তোমার—আর অর্দ্ধেক আমার ছেলে আমেদের। কোথায় গেল সে হতভাগা, এ আনন্দের সময় গেল কোথায়?

(উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আমেদের প্রবেশ)

আমেদ।—শুনলেম জুহেলীকে বিয়ে করে ইমাম, কুহেলীর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ীতেই এসেছে। এই যে, এই যে বদমায়েস বন্ধু-তোমায় পেয়েছি। যদি ভদ্রতার বিন্দুমাত্র জ্ঞান তোর থাকে, তাহ'লে তরোয়াল খোল্, আমার প্রণয়িনীকে লুকিয়ে বিয়ে করার মজাটা তোকে দেখিয়ে দিই। খোল্ তরোয়াল।

বদর।—বাবা, দিলে বুঝি সেরে! এও যে আবার তরোয়াল খোলে? প্রাণেশ্বরি আমায় ঢেকে রাখ, ঢেকে রাখ। তুমি আমার জান বাঁচাও। কোন্ শালা আর তোমায় ত্যাগ করে!

ইমাম।—কে ও? আমেদ? তুমি আমায় অকারণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছ। কেন ভাই! আমি কি অপরাধ করেছি। আমি তো অনুমতি নিয়েই বিয়ে করেছি ভাই।

আমেদ।—আর ভাই নয় কাপুরুষ, তোর শত্রু! যদি পুরুষ হ'স, খোল্ তরোয়াল।

জুম্মা।—আর তরোয়াল খুলতে হবেনা বীরপুরুষ! তোর আবার হ'ল কি? আজ রাত্রে সকলকেই ভুতে পেলে নাকি!

বদর।—আমাকে যে পেত্নীতে পেয়েছে, তার আর ভুল নাই!

ইমাম।—ভাই আমেদ, শোন, স্থির হও।

আমেদ।—কোন কথা নয়! খোল্ তরোয়াল। আমার প্রণয়িনীকে ভুলিয়ে—

(জুহেলীর প্রবেশ)

জুহেলী।—বিয়ে করা! এ বড় অন্যায়! (কুহেলীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া) কিলো এমন ভাই থাকতে আবার কার গলায় মালা দিয়েছিস!

কুহেলী।—আর ভাইয়ের উপর হিংসা কেন ভাই, তুইও এই মালা নে না, তোর ভাই কি আমার ভাই—যাকে পছন্দ হয়, তার গলায় দে না।

আমেদ।—একি! তুই পোড়ারমুখী কুহেলী—আর জুহেলী, তুমি!

জুহেলী।—তোমারই দাসী। (মালা পরাইয়া দেওয়া)

জুম্মা।—ওরে এ হতভাগা ছোঁড়া আবার কোথা থেকে কাকে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করলে! একি? আজ বিয়ের হাওয়া বইছে নাকি?

বদর।—ঠিক বলেছেন শ্বশুরমশাই! ও শ্বশুরমশাই-ই বলি,

যা থাকে কপালে। আমি শুদ্ধ যখন বাদ পড়িনি—এই রঙ্গিলাকেই প্রাণেশ্বরী করে নিয়েছি, তখন আপনি আর বাদ থাকেন কেন? এ রঙ্গিলার যদি মা থাকে—বলুন, এনে আপনার সঙ্গে গেঁথে দিই।

আমেদ।—জুহেলী, তুমি এখানে কি করে? এ সব কি রহস্য?

জুহেলী।—যাও তোমার সঙ্গে আমি কথা কইবনা। তুমি এমন? বাগানে আমার সঙ্গে কথা কইলে, আমায় চিনতে পারলে না? কুহেলীকে আমি মনে করে রিষের জ্বালায় বোন হরণ করতেই ছুটলে। ছি, পুরুষ এমন!

কুহেলী।—দাদা, আমি নিজের নাম ভাঁড়িয়ে জুহেলীর নাম নিয়েছিলেম বলেই তোমার এই ভুল হয়েছিল।

জুহেলী—নে, বোঝা গেছে; ভুল হবে কেন? বোনের উপর দরদ কত! তাই তো তোর পেছু নিয়েছিল।

আমেদ।—ছিছি আমি নির্ব্বোধ! আমি কিছুই বুঝতে পারিনি!

বদর।—আর আমি কি হুজুর! বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! আমার বুদ্ধিতেই তো হ'ল!

ইমাম।—এস একবার তরোয়াল খোল, যুদ্ধটা হ'ক।

আমেদ।—ভাই, আর লজ্জা দিওনা। তুমি প্রাণের দোস্ত।

রঙ্গিলা।—আর আমি আপনাদের বাঁদী।

বদর।—আর এই শালা আজ থেকে এই বাঁদীর বান্দা।

জুম্মা।—যা!—গোলমালে সব কেমন উল্‌টে গেল! তুমি আমার দোস্ত গজ বাহাদুরের মেয়ে জুহেলী? আমার আমেদের গলায় মালা দিয়েছ? বেশ করেছ, বাবা

বেশ করেছ, আজ আমার ছেলে মেয়ে দু'জনেরই বিয়ে!
বেশ, বেশ, কি আনন্দ—কি আনন্দ!

রঙ্গিলা।—আজ্ঞে, দু'জনের নয়, তিনজনের আজ বিয়ে। আমিও আপনার মেয়ে।

জুম্মা।—হাঁ হাঁ মেয়েই তো, মেয়েই তো। তুই আর বাঁদী নস্, আজ থেকে তুই আমার মেয়ে। তোর বুদ্ধিতেই তো এই সব হ'ল!

বদর। শ্বশুরমশাই, রাগ পড়েছে? তবে একবার ভাল করেই সেলাম করি। বেঁচে থাক্ শালার দাড়ী! আমিও আপনার জামাই।

জুম্মা।—হাঁ হাঁ তুমিও জামাই বই কি। ওরে কে আছিস, গজ বাহাদুরকে খবর দে, খবর দে। আজ বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! ওরে নাচনাওয়ালীরা কোথায়? একটু নাচ গান করুক, নাচ গান করুক। আহা গিন্নি যদি আজ বেঁচে থাকত, বউ জামাই দেখে কত আনন্দই করত!

[প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

বেহাগ-থাম্বাজ—খেমটা।

আঁধারে সই ফুটলো আলো।

ফুলের মূলে করলে বেসাত প্রাণ নিয়ে প্রাণ বিকিয়ে গেল।

ইমাম ও কুহেলী।— আমরা পেয়েছি মনের মত,

আমেদ ও জুহেলী।— আমরাও বাদ পড়িনি তো,

বদর।— আমারও হয়েছে মুখের মত,

রঙ্গিলা।— গুণনিধি তোমায় সেধেছি কত,

সখিগণ।— বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে, রেখনা কেউ মনের কাল।

মদন রাজার মাথার কিরে যদি কেউনা বল ভাল॥

যবনিকা।